স্তুতিকুসুমাঞ্জলি

রাণী শ্রীমৃণালিনী দাসী

স্তুতিকুসুমাঞ্জলি।

রাণী শ্রীমৃণালিনী দাসী

বিরচিত।

মেদিনীপুর, গোপ-প্রাসাদ হইতে

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

——:০:

নাড়াজোল-রাজভবন

শ্রীশ্রীরামনবমীর রথযাত্রা।

১৩২০। ২২শে চৈত্র।

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুর মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু

ভক্তিপূর্ণ উৎসর্গ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে ধরি যেই জীবনের ধ্রুবতারা,
সংসারসমুদ্র মাঝে হই নাই লক্ষ্যহারা,
পতি কল্পতরু মূলে, পূজার কুসুম তুলে,
আনন্দে আপনা ভুলে আজি আসিয়াছে দাসী,
পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে নাথ অভিলাষী।
দেবতা পূজার তরে, তুলিয়া ভকতিভরে,
রেখেছিনু এতদিন যত্নে সেই পুষ্পরাশি,
এনেছি অঞ্জলি ভরি আনন্দাশ্রুনীরে ভাসি।
কোটি কোটি প্রণিপাত, করিয়া চরণে নাথ,
ভক্তিভরে শ্রীচরণে করিতেছি সমর্পণ,
গ্রহণ করহ নাথ হ'য়ে সুপ্রসন্ন মন।
চিরপদাশ্রিতা দাসী, আনন্দাশ্রুনীরে ভাসি,
ভাবিবে অন্তরে তার আজি সার্থক জীবন;
ভগবানে ভক্তি ভরে করি সব সমর্পণ।

শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী মৃণালিনী।

প্রকাশকের নিবেদন।

সাধারণতঃ যে প্রয়োজনে পুস্তক প্রকাশিত হয়, বর্ত্তমান পুস্তক তাহার কোন উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেবল পতিপরায়ণা স্ত্রী ভক্তি-পূর্ব্বক পতিকে তাঁহার সযত্নরচিত পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতেছেন মাত্র। এই পুস্তকের রচয়িত্রী রাজান্তঃপুরচারিণী মহিলা। তিনি বিদুষী নহেন, কিম্বা লেখিকা বলিয়া পরিচিতা হইতেও অভি-লাষিণী নহেন। মনুষ্য যে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভগবানের সত্তা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারে, তিনি সেই বিঘ্নবিপদের অনন্ত ঝটিকার মধ্যে ঐকান্তিক ভক্তিবলে এবং দেবতা-নিষ্ঠার ফলে এই সমস্ত দেবদেবীর মহিমা উপলব্ধ করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকের স্তবগুলি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে, স্বরচিত স্তবের মাহাত্ম্য ঋষিপ্রণীত স্তব হইতে অধিকতর এবং

"বায়ু যথা কুসুমের গন্ধ মাত্র লয়,
ভাষা হ'তে ভক্তি লন বিভু দয়াময়।"

এই স্তবগুলি মুদ্রিত হইয়া যাহাতে রক্ষিত হয়, ইহাই এই পুস্তক প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য। বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন এবং কোন কোন অংশের পরিবর্জ্জন ব্যতীত আমি গ্রন্থকর্ত্রীর রচিত কোন স্থলের পরিবর্ত্তন করি নাই। আমার কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতি নিবন্ধন দুই একটী মুদ্রাপ্রমাদ ঘটিয়াছে। সুধী পাঠক তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

বর্ত্তমানকালে পুস্তক-প্লাবিত বঙ্গদেশে সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রণীত এই ক্ষুদ্র পুস্তকেরও একটু বিশেষত্ব আছে। প্রকাশকের কর্ত্তব্যবোধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রাচীন-কালের ধারায় রচিত। নব্যযুগের কোন ভাবের ছায়াপাত মাত্র ইহাতে নাই। পঞ্চাশদ্ বর্ণমালায় ভগবতী কালিকার স্তুতিতে তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রাচীন রীত্যনুযায়ী একটী বারমাস্যা ইহাতে আছে। কিন্তু তাহাতেও লেখিকা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সহিত রাজসংসারের নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্জিকার পূজা-পার্ব্বণ ব্রত উৎসবাদির সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক স্থলে কবিত্বের

অভিব্যক্তি আছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ঈশ্বরনির্ভরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিবাদের প্রবাদ মিথ্যা-বাদে পরিণত হইলেই লক্ষ্মীর নিকেতনে সরস্বতীর লীলা দেখা যায়। নাড়াজোলের রাজবংশ বিদ্যোৎসাহিতা এবং বিদ্যানুরাগের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় রাজা মহেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের সাহিত্যসেবা বিদ্বজ্জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার "অধ্যাত্মরামায়ণ" "গোবিন্দ-গীতিকা" এবং "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার লিপিকুশলতার পরিচায়ক। তাঁহার স্থাপিত নাড়াজোল "রাজ-লাইব্রেরী" তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের বদান্যতা এবং বিদ্যানুরাগ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপ্রাণা রাণীমহোদয়া বিশাল রাজসংসারের সহস্র প্রকার গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও বিঘ্ন-বিপদের সময়েও যে ভগবানের পরিদৃশ্যমান লীলা অনুভব করিতে

পারিয়াছেন ইহা কম বিস্ময়ের বিষয় নহে। অবশেষে লেখিকার ভাবেই বলিতেছি ঃ—

পঞ্চাশদ্বর্ণরূপে ভগবতি রুচিরে সৌরভাঢ্যে সুসেব্যে
নানালঙ্কারযুক্তে সুললিতচরণে নিত্যসন্তোষদাত্রি।
বর্ণৈঃ পঞ্চাশতৈষা স্তুতিরপি রচিতা পুষ্পমালাবদেনাং
সারূপ্যাদ্বা সুতেঽস্মিন্ ময়ি শরণমিতে স্নেহতো বা গৃহাণ॥

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা
নাড়াজোল রাজভবন।





শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলি।

গণেশ বন্দনা।



নমো দেব বিঘ্নহর, গজানন লম্বোদর,
নমো নমঃ ত্রিলোকপূজিত ;—
পার্ব্বতীর প্রিয় সুত, অপ্রমেয় গুণযুত,
নমো দেব দেব-আরাধিত ॥
সদা শান্ত শুদ্ধমতি, সিদ্ধিদাতা গণপতি,
লোহিতাঙ্গ মূষিকবাহন,—

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বেদ কৈলে প্রকাশিত,
মহাজ্ঞানী মহেশ-নন্দন।
নিত্য নিত্য সমাদরে, যে তোমার পূজা করে,
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার ঘরে।
সকল মানস সিদ্ধি, তুমি তারে দেও ঋদ্ধি,
যে জন তোমারে সদা স্মরে।
সকলের আগে লোকে, পূজা করে বিনায়কে,
সদা তুষ্ট সিদ্ধিদাতা তুমি।
তুমি সকলের ইষ্ট, পূর্ণ কর মনোভীষ্ট,
ইষ্টসিদ্ধি তরে ডাকি আমি।
আমি অতি দীনহীনা আছি তব কৃপাধীনা,
মনোবাঞ্ছা পূরাও আমার।
পরম মঙ্গলময় তুমি দেব দেহ জয়,
কর সর্ব্ব বিঘ্ন প্রতীকার।
দেবেন্দ্র, বিজয় দানে দেবেন্দ্র-বিজয়-ধনে,
ধর্ম্মপথে রাখ গণপতি।
পতির মঙ্গল কর, মনের তিমির হর
তব পদে সহস্র প্রণতি॥

মহেশ বন্দনা।

জয় সর্ব্ব-শুভঙ্কর, শুভদ শঙ্কর,
বিশ্ব-হিতকর, সদাশিব।
জয় অশিব-নাশন অহিত-বারণ,
অরাতি-ঘাতন ভবার্ণব।
জয় শশাঙ্ক-শেখর জটাজূটধর,
শুভ্রকলেবর দিগম্বর।
জয় ডমরু-ধারণ ত্রিপুর-নাশন
হিমাচলাসন মহেশ্বর।
জয় সর্ব্ব-গুণাতীত, সর্ব্বগুণান্বিত,
বিভূতি-ভূষিত বাঘাম্বর।
জয় ভস্ম-বিভূষিত, ত্রিলোক-পূজিত
দেবেন্দ্র-বন্দিত সুরেশ্বর॥

বিষ্ণুস্তব।

বিভু দয়াময় বিশ্বজনাশ্রয়,
অনাদি অব্যয় চিদানন্দময়,
ব্যোমাতীত ব্রহ্ম মঙ্গল-আলয়,
নিখিল জন-রঞ্জন।

দয়া দানে দীনে দেও হে আশ্রয়,
ত্রাণ কর ভবে ওহে কৃপাময়,
তুমি ভিন্ন কিছু নাহি বিশ্বময়
শুদ্ধ সত্ত্ব সনাতন।

আনিয়াছ তব কল্পিত সংসারে,
তব নিয়ন্ত্রিত নিয়মানুসারে,
যা করাও তাই পৃথিবী মাঝারে
করিয়া, করি ভ্রমণ।

এই বিশ্বরাজ্যে তুমি রাজ্যেশ্বর,
চরাচর সব তোমাতে নির্ভর,
সৃষ্টির কৌশল অতি মনোহর,
দেখিয়া মোহিত মন।

তোমার মহিমা করিছে প্রকাশ,
নিয়মিত দিবা রাত্রির বিকাশ,
অগাধ সাগর অনন্ত আকাশ
নক্ষত্র শশী তপন।

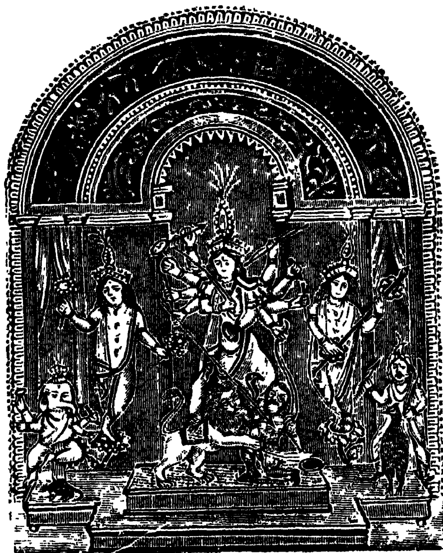
শুদ্ধ সত্ত্বরূপ বিভু সর্ব্বেশ্বর,
চিদানন্দধাম তুমি পরাৎপর ;
দ্বিতীয়-রহিত আনন্দ-কন্দর,
পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন।

ভক্তিভরে হই চরণে প্রণত,
যেন মতি থাকে ওপদে সতত,
তোমার শাসনে হইয়া সংযত,
বিনীত ভাবেতে থাকি।

ত্যজি দম্ভ, মান, ক্রোধ, অহঙ্কার,
ঘুচায়ে মনের সকল বিকার
সুখ দুঃখ কিছু না করি বিচার
সতত তোমারে ডাকি।

দয়ার সাগর, জগতের পতি,
জ্ঞানহীনা দাসী করিছে প্রণতি,
পূজা ধ্যান জ্ঞান নাহি জানি স্তুতি,
শ্রীপতি করুণা করি,

পতি পুত্র ধনে সংসার ভবনে,
রেখো নিরাপদে তব শ্রীচরণে,
বিপদে সম্পদে যেন সর্ব্বক্ষণে
বিপদভঞ্জন হরি।



শক্তিস্তব।

পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদনাশিনী ;
মহামায়া রূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী।
তুমি কর্ত্রী কারয়িত্রী করণরূপিণী ;
ক্রিয়ারূপে তুমি নিত্য বিশ্ব-প্রসবিনী।
সৃষ্টির কারিকা তুমি সংহারিকা আর,
তুমি ভিন্ন সব মিথ্যা প্রপঞ্চ অসার !

তুমি স্মৃতি ধৃতি বুদ্ধি লজ্জা ক্ষমা দয়া ;
সর্ব্ব আত্মময়ী তুমি অব্যক্তা অভয়া।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ মা তুমি,
সজীবে নির্জীবে ব্যাপ্ত মর্ত্ত সুরভূমি।
সকলই কর মা তুমি শুভাশুভ যত ;
সম্পদ বিপদ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুমত।
তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ মোক্ষপ্রদায়িনী ;
পুরুষ প্রকৃতি তুমি জীব সংহারিণী।
তুমি প্রয়োজক তুমি প্রযোজ্য কারণ,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিখিল ভুবন।
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ধর ভিন্নদেহ ;
তুমি শক্তি সর্ব্বাধার ভিন্ন নহে কেহ।
এ সংসার নাট্যগৃহে ছায়াবাজি মত ;
জীব পুত্তলিকাগণ ভ্রমিছে নিয়ত।
কারে কর রাজা, কারে মন্ত্রী কর তার
কেহ প্রজা কেহ দ্বারী রক্ষা করে দ্বার।
কেহ গজারোহী কেহ গজের চালক,
কেহ অশ্বপৃষ্ঠে যায়, কেহ বা পালক।
কেহ যায় শিবিকায়, কেহ তারে বহে ;
কেহ সুখী মহাভোগী কেহ দুঃখ সহে।

কা'র বা দীর্ঘায়ুঃ কা'র শীঘ্র প্রাণপাত ;
কা'র শিরে ছত্র, কা'র শিরে বজ্রাঘাত।
কা'র স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
কেহ অন্ন নাহি পায়, ভিক্ষায় ভক্ষণ।
কেহ ধর্ম্মপ্রাণ, কেহ অধার্মিক অতি ;
কেহ ভোগী কেহ যোগী সংসারবিরতি।
কেহ অতি বলবান কেহ বা দুর্ব্বল,
কেহ সত্যপ্রিয়, কা'র মিথ্যাই সম্বল।
এইরূপে করেছ মা সংসার স্থাপন,
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন।
সহিব মা সব দুঃখ তোমারে ভাবিয়ে,
দাসীরে চরণে স্থান রাখ যদি দিয়ে।
সম্পদে বিপদে মাগো যেন সর্ব্বক্ষণ,
অহঙ্কারে মোহে নাহি ভুলি ও চরণ।
চরমে চরণে স্থান দিয়ো মা সন্তানে ;
কেবল করিয়া দয়া নিজ কৃপাদানে।
আদ্যা শক্তি শক্তিরূপা শক্তির জননী,
দেও মা মনের শক্তি মুক্তির সরণি।
শক্তি সাধনায় মাগো দেও মনে বল,
সংস্কার বশেতে যেন না হয় চঞ্চল।

ঘৃণা লজ্জা ভয় আর ছয় রিপুচয়,
বিনাশ করিয়া মাগো কর নিঃসংশয়।
শক্তির নিদান তুমি বিশ্বের শকতি,
দাসীর নাহিক কিছু একান্ত ভকতি,
শুধু দিবারাত্র মাগো স্মরি তব নাম,
পূরাও জননী মোর নিত্য মনস্কাম।
নিজ গুণে কৃপা করি চরণ তরণী
দাসীরে অন্তিমে মাগো দিও বৈতরণী
শবাসনা কর মোর বাসনার ক্ষয়;
সংসার সাগরে আর নাহি থাকে ভয়।
দাসীর প্রার্থনা মাগো শুনিয়া শ্রবণে,
পতি পুত্র ধনে সদা রেখো শ্রীচরণে॥

অন্নপূর্ণা বন্দনা।

অনাদি অনন্ত আদ্যা, মহালক্ষ্মী মহাবিদ্যা,
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বের জননী ;
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষি, সতী সরস্বতী লক্ষ্মী,
সর্ব্বময়ী ত্রিদিব-বন্দিনী।
সর্ব্বরূপা সর্ব্ব ঘটে, উর মা আমার ঘটে,
মঙ্গলে মঙ্গলচণ্ডী তুমি ;
কৃপা দৃষ্টি কর মোরে, অমঙ্গল যাক্ দূরে,
তব রূপ সদা ভাবি আমি।
আপনি আসিয়া ঘরে, অভয় দেহ মা মোরে,
তোমার চরণ মাত্র আশা ;
আমি অতি দীনহীনা, ভজন পূজন হীনা,
কৃপাময়ি তুমিই ভরসা।
পান-পাত্র বাম করে, রত্ন হাতা সব্যেতরে,
মরি কিবা শোভা অনুপম,
সুগোল মৃণাল ভুজে, শত শত রত্ন রাজে,
করিতেছ অন্ন বিতরণ।
প্রশান্তবদনা বামা, অতিশয় নিরুপমা
মুক্তাকান্তি সমরূপ শোভা ;
কোটি চন্দ্র জিনি আভা মোহিনী মূরতি বিভা,
ধরাধামে যেন ক্ষণপ্রভা।

সেরূপে গৃহেতে আসি ঘুচাও মা দুঃখ রাশি,
ঘটে মম কর অধিষ্ঠান ;
দারিদ্র্য দুর্গতি-হরা দুর্গতি ঘুচাও তারা
সদা মম করহ কল্যাণ।
নমোনমঃ নারায়ণি, পূজি সত্য সনাতনী
নিত্যধন পাই যেন আমি,
মনোদুঃখে পূজি চণ্ডী, এস মা বিপদ খণ্ডি
সদা মম সঙ্গে থেকো তুমি।
যেখানে সেখানে থাকি, যেন মা তোমায় ডাকি,
তোমা ছাড়া না হই কখন,
মম সঙ্গে থেকো সদা এ প্রার্থনা হে অন্নদা,
এ দাসীরে ভুলনা কখন।
পতিপুত্র কন্যা ধনে দিও সদা ভক্তি মনে
তোমার চরণে থাকে গতি,
সুখে দুঃখে সমভাবে যেন মা তোমারে ভাবে,
কুপথেতে নাহি করে গতি।
ভাণ্ডার রাখিও পূর্ণ, যেন নাহি হয় শূন্য,
দৈন্য দুঃখ কা'র নাহি রহে,
তুমি মাগো অন্নপূর্ণা অন্নে পৃথ্বী কর পূর্ণা
অন্ন কষ্ট নাহি কেহ সহে ॥



কালিকাস্তোত্র।

কালী করালিনী, কপাল-মালিনী,
কালী কালকান্তা করালবদনী ;
মহাকালী কালভয় বিনাশিনী,
কাল-ভয়ে রক্ষা কর মা আমায় !
চণ্ডী চণ্ডরূপা চামুণ্ডা চণ্ডিকা
চণ্ড ভয়-দূরকারিণী কালিকা,
প্রচণ্ড সময়ে চাহ মা অম্বিকা,
চাহি শ্রীচরণ দেহ মা আমায়।

চাই মা, হে চণ্ডি ! প্রচণ্ড সময়ে,
পড়েছি বিপদে রক্ষ ঘোর দায়ে,
কোন্ অপরাধে, না দেখ চাহিয়ে,
আমি যে সতত, ডাকি মা তোমায়।
আমি মা চণ্ডিকা সেবিকা তোমার,
বিপদে পড়িয়া ডাকি বার বার,
থাকিতে তুমি মা জননী আমার
এত দুঃখ পাই, না কর উপায় ॥
নিত্য নিত্য আমি পূজি শ্রীচরণ,
তবু এত দুঃখ কিসের কারণ ?
আর কিছু ভাল লাগে না তেমন,
ধায় মন সদা চরণে তোমার।
মঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডিকা রূপিণী,
সদা শুভঙ্করী মঙ্গলদায়িনী
মঙ্গলের তরে পূজি নারায়ণী,
বিপদ সাগরে কর মা উদ্ধার ॥
কৃপাদৃষ্টি করি চাহ একবার,
ডাকিতেছে মাতঃ সেবিকা তোমার,
হৃদয়-কালিমা ঘুচাও আমার
মহাবহ্নিরূপে অন্তরে পশি।

স্বকার্য্য সাধিতে শক্তি দেহ মোরে,
প্রেমানন্দ সুধা ঢাল মা অন্তরে
মহাব্রতে ব্রতী করহ আমারে
মহাশক্তি রূপে হৃদয়ে বসি ॥
সংশয় সন্দেহ ঘুচাও আমার
অবিশ্বাস রূপ মহা অন্ধকার ;
দৃঢ় বিশ্বাসের কর মা সঞ্চার
আশার আলোক হৃদয়ে জ্বালি'।
কর দেহশুদ্ধি অশুদ্ধি নাশিয়া,
চিত্তশুদ্ধি কর হৃদয়ে আসিয়া
যেন মা গুরুর চরণে বসিয়া
শক্তি সাধনায় সাহসে চলি' ॥
জাগ মা জননী কুলকুণ্ডলিনী,
মূলাধার পদ্মে শম্ভু-বিনোদিনী
সহস্রার পথে উঠ গো জননী
রসনা সংযোগে অমৃত বাণী।
লৌহ সোণা হয় স্পর্শমণি-যোগে
কর মা কাঞ্চন অমৃত সংযোগে
নাহি ভুলে থাকি মিথ্যা কর্ম্ম ভোগে
রসনায় জাগো স্বয়ম্ভু-রাণী।

আগমনী।

এস মা জগতে আনন্দরূপিণী,
দুর্গে দুঃখহরা দুষ্কৃতিনাশিনী,
দারিদ্র্য দুর্গতি সন্তাপহারিণী,
ভারত ভবনে এস মা তারা।

সপ্ত কোটি কণ্ঠ হ'য়ে সমস্বর,
মা, মা, মা বলিয়ে ডাকিছে বিস্তর,
দেখিবে মায়েরে সানন্দ অন্তর,
এস মা বলিয়া ডাকিছে তারা॥

সম্বৎসর পরে আসিবে ভারতে,
প্রেমানন্দময়ী আনন্দ রূপেতে,
সবার অন্তর বহুদিন হ'তে,
আনন্দে ভাসিছে তোমার তরে।

তব আগমন আশা করি মনে,
আনন্দে বিভোর আর্য্যসুত গণে,
আসিছে জননী ভারত ভুবনে,
আনন্দ উৎসব সবারই ঘরে॥

দুর্গে দুঃখহরা যন্ত্রণাবারিণী
দারিদ্র্য দুর্গতি সন্তাপনাশিনী
দুঃখ ঘুচাইতে এস মা তারিণী
ভারত ভবনে এস মা তারা।

দুর্গে দুঃখহরা দুষ্কৃতি নাশিনী,
রোগ শোক জরা ব্যাধি-বিনাশিনী,
সর্ব্ববিঘ্নভয় শত্রু-সংহারিণী
শত্রু সংহারিতে এস ভবদারা ॥

অন্নপূর্ণা রূপে এস মা ভারতে,
জীবে অন্ন দিয়া রাখ মা জগতে,
কৃপাদৃষ্টি করি হাসিতে হাসিতে,
আসিয়া জননী উর মা ঘটে।

অন্নের কারণে দীন পুত্রগণে,
হয়েছে আকুল ব্যথিত পরাণে,
ডাকিছে মায়েরে শান্তির কারণে,
মা মা শব্দে যেন গগন ফাটে ॥

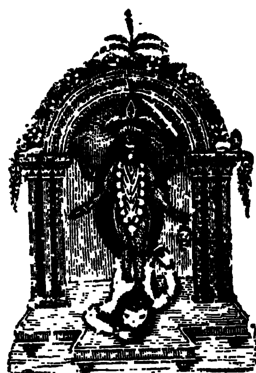
কর্ম্মস্থান হ'তে পেয়ে অব্যাহতি,
আনন্দে ডাকিছে ভারতসন্ততি,
ডাকিছে মায়েরে করিয়া ভকতি,
এস মা বলিয়া ডাকিছে সবে।

সপ্ত কোটি কণ্ঠ হ'য়ে সমস্বর
এস মা বলিয়া যুড়ি দুই কর,
ডাকিছে তোমারে বিকল অন্তর,
ঘুচাও যাতনা আসিয়া ভবে ॥

এস মা জননী মরত ভুবনে,
গণপতি আর কার্ত্তিকেয় সনে,
মহাশক্তিরূপ কেশরি-বাহনে
এস মা মহিষ-মার্দ্দিনী রূপে।
জগতের দুঃখ ঘুচাবার ত'রে,
এস মা অন্নদা অবনী মাঝারে
ভাসায়ে অবনী আনন্দ সাগরে,
আনন্দরূপিণী আনন্দ রূপে।
দক্ষিণে কমলা ঐশ্বর্য্যরূপিণী,
বামে সরস্বতী বাণী বীণাপাণি,
মৃগেন্দ্র বাহনে মহিষ-মর্দ্দিনী,
শত কোকনদ চরণশোভা।
কিবা সুললিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা,
সৌন্দর্য্যসমুদ্রে কিবা মধুরিমা
লাবণ্যের কিবা ললিত মহিমা
কোটিচন্দ্র যিনি শ্রীমুখবিভা॥
এস মা জননী সুখাসন পরে,
আজি বঙ্গবাসী পূজিবে তোমারে,
আনন্দ উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে,
দেখগো জননী তোমারই লাগি।

আজি বঙ্গগৃহে আনন্দের ধ্বনি
নানা বাদ্য রবে মুখরা মেদিনী,
মৃতদেহে যেন, সুধা সঞ্জীবনী,
নির্জীব ভারত উঠিছে জাগি ॥
চারিদিকে উঠে আনন্দের রোল,
বাজে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসি, কাড়া ঢোল,
মুখে জয়ধ্বনি দুর্গা দুর্গা বোল,
আনন্দের স্রোত বহিছে ভবে।
এই তিন দিন সম্বৎসর পরে,
কতই আনন্দ বাঙ্গালীর ঘরে,
তিন দিন মাত্র পেয়ে মা তোমারে,
শোক তাপ দুঃখ ভুলেছে সবে ॥





পঞ্চাশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব।

(স্বরবর্ণে।)

অ অভয়া অম্বিকা অম্বা অন্নদা অসিতা,
অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা অয়ি অদ্রিসুতা।১

আ আদ্যাশক্তিরূপা তুমি আদি সবাকার,
আজিকে আসিয়া আশা পূরাও আমার।২

ই ইষ্টদেবী দেহ ইষ্ট ইন্দিরা ইন্দ্রাণী,
জান কত ইন্দ্রজাল ইন্দিবরাননী।৩

ঈ ঈশ্বরী ঈপতি-জায়া ঈশান-গৃহিণী,
ঈষিয়া ঈপ্সিত মম পূরাও ঈহিনী।৪

উ উত্তমা উপমা উমা কি দিব তোমার,
উৎকণ্ঠা উৎপাত দূর করহ আমার।৫

ঊ ঊর্দ্ধজটা উগ্রচণ্ডা উৎপাতনাশিনী,
উচ্চরবে এসে মাগো ঊর ঊরূপিণী।৬

ঋ ঋতুরূপা তুমি ঋদ্ধি ঋগ্বেদরূপিণী,
ঋষভধ্বজ-গৃহিণী ঋতু-বিনোদিনী।৭

ৠ ৠবাসদায়িনী ৠদ্ধি রাখ মা আমার,
ৠষ্যরূপা ৠরূপিণী দেহ ঋদ্ধি আর।৮

ঌ ঌকার সন্ধিতে তত্ত্ব না জানি ঌকার।
নবম স্বররূপিণী তুমি সে ঌকার।৯

ৡ ৡকার দশম স্বরবর্ণ স্বরূপিণী;
জানিনা কি ৡ (লী)লা তব ঌভববাশিনী।১০

এ একমাত্র শিবশক্তি একাত্মরূপিণী,
একান্ত ভক্তেরে পদে রাখ মা জননী।১১

ঐ ঐশান্যাং শূলধারিণী ঐশানী জননী,
ঐ চরণ দেহ মোরে ঐশ্বর্য্যদায়িনী।১২

ও ওকার ওঙ্কার বীজ ব্রহ্মস্বরূপিণী,
ওঙ্কার তোমার ওমা কি বুঝিব আমি।১৩

ঔ ঔৎপাদিকে ঔপসর্গে দাও না ঔষধ,
ঔরসে ঔদাস্য ত্যজ ক্ষম অপরাধ।১৪

অং অংশরূপা অংশ মম দেহ অংশ করি,
রাখ আসি তব অংশ নাশ অংহ অরি।১৫
অঃ অঃকার অক্ষর রূপা অক্ষররমণী,
একাক্ষরময়ী বেদ ব্রহ্মস্বরূপিণী।১৬

ব্যঞ্জনবর্ণে।

ক কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা,
কালরাত্রী কালঙ্করী কৌটভী কমলা।১
খ খকুন্তলজায়া নিত্য খ-পুষ্পে বিহার,
খণ্ড খণ্ড করি দুঃখ খণ্ডাও আমার।২
গ গিরিজা গিরিভূ গৌরী গণেশজননী,
গিরিবালা গিরিসুতা গিরিশগৃহিণী।৩
ঘ ঘোররূপা ঘোরতমা ঘুচাও বিপদ,
ঘিরিয়া বিপক্ষ জালে সাধে নানা বাদ।৪
ঙ ঙকার স্বরূপা কালী ভৈরবী ঙকার,
ঙ-পদে রাখ মা আসি বিষয় ঙকার।৫
চ চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডী চাহ চণ্ডালিকা,
চণ্ডমুণ্ড বধে দেবী রুধির-রঞ্জিকা।৬
ছ ছায়ারূপা ছায়াময়ী ছকারে নির্ম্মল,
ছেলেকে ছলনা করা একি তব ছল? ৭

জ জগদ্ধাত্রী জগদম্বা জগৎ-জননী,
জড়ের জীবনজায়া জয়স্বরূপিণী।৮

ঝ ঝঞ্ঝনা ঝটিকারূপা ঝাঁপ গো ঝটিত
ঝর্ঝরে ঝরিছে অশ্রু নিবার ত্বরিত।৯

ঞ ঞকার ব্যঞ্জনবর্ণে দশম ঞকার,
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার।১০

ট টঙ্কিনী টঙ্কিত কর টানিয়া টঙ্কার,
টাঙ্গ টাঙ্গিধারিণী মা টুটাও টিট্‌কার।১১

ঠ ঠকার করিয়া এস ঠয়ের ঘরণী,
ঠময় সকল দেখি বিনা ঠাকুরাণী।১২

ড ডকার শিবের নাম ডমরু ডকার,
ডাকিয়া ডাকিনী ডঙ্কা দূর কর ডর।১৩

ঢ ঢক্ক ঢক্ক আসব-পায়িনী রক্তাধরা,
ঢাক আসি ঢুণ্ডিমাতা দুঃখের ঢকরা।১৪

ণ ণ স্বরূপা ণয়ে ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ভাবিয়া তোমার ণত্ব ণ হইল ক্ষয়।১৫

ত তামসী ত্রিপুরা তারা তুমি ত্রিনয়নী,
তাপিতা তনয়ে তব তরাও তারিণী।১৬

থ থকারে রক্ষক তুমি দূর কর ভয়।
থই দেহ থময়ী গো পাইয়াছি ভয়।১৭

দ দেবী দাক্ষায়ণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,
দক্ষসুতা দিগম্বরী দানবদলনী ।১৮

ধ ধরিত্রী ধরণী মাতা ধরার ঈশ্বরী,
ধন ধান্যে ধরা পূর্ণা কর মহেশ্বরী ।১৯

ন নগজা নগনন্দিনী নগ্না নারায়ণী,
নাশ দুঃখ নব দুর্গা নিত্যা নিস্তারিণী ।২০

প প্রচণ্ডা প্রকৃতি পদ্মা পতিতপাবনী,
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী প্রণয়রূপিণী ।২১

ফ ফলদাত্রী ফলরূপা ফণীন্দ্র-ভূষণা,
ফলরূপে কুণ্ডলিনী ফণিবিভূষণা ।২২

ব বাণী বিদ্যা বেদমাতা বরাঙ্গী বিমলা,
বাগ্দেবী বাঙ্ময়ী বালা বিজয়া বগলা ।২৩

ভ ভয়ঙ্করী বেশে ভীমা ভীষণ-মূরতি,
ভৈরবী ভুবনেশ্বরী ভদ্রা ভগবতী ।২৪

ম মহামায়া মহেশ্বরী মহেশমোহিনী,
মহালক্ষ্মী মহাশ্বেতা মানবজননী ।২৫

য যোগমায়া যোগেশ্বরী যাদবী যোগিনী,
জাগাও যোগীর নিদ্রা যোগীন্দ্ররমণী ।২৬

র রুদ্রাণী রেবতী রমা রাজরাজেশ্বরী।
রণচণ্ডী রণপ্রিয়া রাধা রাসেশ্বরী ।২৭

ল লোলজিহ্বা লক্ লক্ লম্বিত কুন্তলা,
ললিত ললাটে লক্ষ্মী শোভে চন্দ্রকলা।২৮

ব বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরী বিশ্বের জননী,
বর দেহ ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মস্বরূপিণী।২৯

শ শ্যামা শক্তি শাকম্ভরী শিবানী শর্ব্বাণী,
শৈলসুতা শুভঙ্করী শঙ্করী শূলিনী।৩০

ষ ষট্‌চক্রে পদ্মমূলে কুলকুণ্ডলিনী,
জাগ মা যোগীন্দ্র বাঞ্ছা স্বয়ম্ভুরমণী।৩১

স সতী সীতা সারদা সাবিত্রী সুবচনী,
সরস্বতী সুরেশ্বরী সিন্ধুজা সর্ব্বাণী।৩২

হ হৈমবতী হরপ্রিয়া হিমালয়সুতা,
হররমা হর ভয় হ'য়ে হর্ষযুতা।৩৩

ক্ষ ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণপ্রভা রূপা,
ক্ষীরোদবাসিনী মাতা ক্ষণদা স্বরূপা।৩৪

পূজিয়া চৌত্রিশাক্ষরে চরণ তোমার।
পাই যেন সদা জয়, বিপদে উদ্ধার॥



পঞ্চাশ অক্ষরে শক্তিস্তব।

১অ অভয়া অন্নদা অম্বা অনন্তা অম্বিকা,
অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা অদ্রিকুমারিকা।
অতি অসময়ে আমি ডাকি মা তোমারে,
অসময়ে আসি অম্বা রক্ষা কর মোরে।
অকপট চিত্তে আমি সেবিকা তোমার,
অন্নদা আসিয়া কর বিপদ উদ্ধার।
অত্যন্ত কাতর প্রাণে হ'য়ে অসহায়,
অভয়া তোমারে ডাকি কর মা উপায়।

পঞ্চাশ অক্ষরে পদ পূজিব যতনে,
জীবন সংশয় আজি রাখ মা চরণে।
আ আদ্যাশক্তিরূপা তুমি আদি সবাকার,
আসিয়া কর মা রক্ষা তনয়ে তোমার।
আন্তরিক ভক্তি-ভরে অনন্তরূপিণী,
আকুল হইয়া ডাকি অকূলে জননী।
তুমি মা জগৎমাতা করুণা রূপিণী,
অকূলে ফেলিলে কেন জগতজননী ?
আদ্যাশক্তি ভাবি' আশা হ'লনা পূরণ,
আকুল অন্তরে আজি সংশয় জীবন।
আশার আলোক তবু জ্বালিয়া অন্তরে,
আমার জীবন দীপ রেখেছ সংসারে।
৩ ই ইষ্টদেবী দেহ ইষ্ট ইন্দিরা ইন্দ্রাণী,
ইন্দ্রজাল-স্বরূপিণী ইন্দিবরাননী।
পূজিলাম ইষ্টদেবী অভীষ্ট কারণে,
কঠিন সাধনা করি পূজিনু চরণে।
কায় মন প্রাণ আমি করি সমর্পণ,
জপিলাম ইষ্ট মন্ত্র ইষ্টের কারণ।
ইষ্ট না হইল পূর্ণ কেবল অনিষ্ট,
জননী হইয়া মোরে দিলে এত কষ্ট।

আকুল হইয়া মাগো ভাসি আঁখিজলে,
ইঙ্গিতে ইন্দিরা আসি লহ তুলি কোলে।
ঈশ্বরী ঈশানী ঈশা ঈশানগৃহিণী,
ঈষৎ করুণা কর ঈপ্সিতদায়িনী।
ঈশ্বরচরণ আমি করিনু সাধনা,
ভাবিনু ঈশ্বরী মোর পূরাবে বাসনা।
তুমি মা জগদীশ্বরী ঈশানরমণী,
ঈক্ষণে কল্যাণ কর ঈশ-সীমন্তিনী ;
ঈষৎ কটাক্ষ কর আসি একবার,
ঈদৃশ বিপদ কালে ডাকি বারংবার।
মম ভাগ্যদোষে মাতা করিলে না দয়া,
ঈদৃশ বিপদে মোরে ফেলিলে অভয়া।

৫ উ উত্তমা উপমা উমা কি দিব তোমার,
উৎকণ্ঠা উৎপাত দূর করহ আমার।
উপস্থিত হ'য়ে মাগো কর উপকার,
উৎকন্ঠিতা হ'য়ে মাগো ডাকি বারবার ;
উচিত জননী কিগো হইল তোমার ?
করিলে না কৃপাদৃষ্টি উপরে আমার।
উত্তাপে দহিছে অঙ্গ ত্রিতাপ নাশিনী,
উষ্ণশ্বাস পড়িতেছে দিবস যামিনী।

উরস্থল শোকানলে জ্বলে অনিবার,
উপকার কর দুঃখ করিয়া সংহার।
৬ঊ ঊর্দ্ধজটা উগ্রচণ্ডা উৎপাতনাশিনী,
ঊরসবাসিনী আসি ঊর ঊ-রূপিণী।
পঞ্চাশ অক্ষরে মাগো রচিয়া অঞ্জলি,
উপহার দিব পদে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করে আছি করুণার তরে—
উপদ্রবে পড়ে ডাকি তোমারে কাতরে
উৎসাহ সঞ্চার কর উৎপাত নাশিয়,
উগ্রচণ্ডা উগ্রতর বিপদে আসিয়া।
ঊষা রূপে এস ঊমা দুঃখরাত্রি শেষে,
কাঁদিছে সেবিকা তব অন্ধকার ত্রাসে।
৭ ঋ ঋতুরূপা তুমি ঋদ্ধি ঋগেদজননী,
ঋষভধ্বজগৃহিণী ঋক্ষস্বরূপিণী।
ঋতুরূপে রমণীর রজঃপুষ্পপ্রিয়া,
ঋষ্টি নাশ কর মাগো অশুভ নাশিয়া।
ঋতুময়ী ঋতুরূপা ঋদ্ধি প্রদায়িনী,
ঋতুপুষ্পময়ী মাগো ঋতু-নিবাসিনী।
আকাশকুসুমরূপে ঋতু-বিহারিণী ;
ঋষ্টি বিনাশিনী তুমি সমৃদ্ধিকারিণী।

কি ঋণে ফেলিলে মাগো না ঘুচিল ঋণ,
জীবন সংশয় বুঝি হেরিয়া দুর্দ্দিন।

৮ ঋ ঋবাস দায়িনী ঋদ্ধি বৃদ্ধি কর মোর।
শ্রীচরণে দিয়ে স্থান এ বিপদে ঘোর।
ঋষ্যরূপা ঋরূপিণী সমৃদ্ধির হেতু,
বিপদ সাগরে মাগো দেহ পদসেতু।
অষ্টম বর্ণেতে স্বর স্বরূপধারিণী
ঋষিপুষ্পে মন্ত্রমাঝে ঋতুবিহারিণী।
ঋক্ষেশভূষণ প্রিয়া ঋষ্টি-বিনাশিনী,
ঘুচাও বিপদ্ মাগো দুর্গতিহারিণী।
ঋ-ধামে ঋ-সনে দেবি সতত বিহার,
পদে স্থান দিয়া কর বিপদ্ উদ্ধার॥

৯ ঌ ঌকার সন্ধিতে তত্ত্ব না জানি ঌকার,
ঌবম স্বরেতে তব সতত ঌকার।
ঌবর্ণেতে ভাবিলাম ঌবর্ণ-রূপিণী,
বর্ণমালা রূপে তুমি বেদের জননী।
ডাকিলাম ইষ্টদেবী অভীষ্ট কারণ,
জননী আসিয়া কর বিঘ্ন নিবারণ।
হ'লনা জীবনে বুঝি কালিকা সাধনা,
সঙ্কট মোচন করি পুরাও কামনা।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,
করিয়া করিব আমি তন্ত্রের সাধন ॥

১০৯ ঌকার দশম স্বরবর্ণ স্বরূপিণী
লীলা কি জানিনা তব ঌদেহ সঙ্গিনী।
লীলাছলে বর্ণমালা তুমি প্রকাশিনী
লীলায় তোমার সৃষ্টি সংহারকারিণী
৯কার স্বরূপ হ'য়ে বধিলে ৯ভব,
সন্তানে মাতার স্নেহ কিবা অসম্ভব।
কেমন পাষাণী তুমি পাষাণের মেয়ে,
সন্তানের এত দুঃখ দেখনাকো চেয়ে।
তনয়ার প্রতি তব একি অবিচার,
বারেক আসিয়া দুঃখ ঘুচাও আমার।

১১এ একমাত্র শিবশক্তি একাত্মরূপিণী
একান্ত ভক্তেরে পদে রাখ মা জননী।
কত অপরাধে দাসী অপরাধী পদে,
তাই কি মা পাই কষ্ট এ ঘোর বিপদে ?
ক্ষমা কর অপরাধ কৃপাদৃষ্টি করি,
দাসীরে চরণে স্থান দেও মা শঙ্করি।
অকপটে আমি অতি সেবিকা তোমার,
কি দোষে জননী দুঃখ দেও বারবার।

একবার কৃপা করি দেহ পদে স্থান,
একেবারে দুঃখ মোর হোক্ অবসান।
১২ঐ ঐশানী ঐ পদে আশা, ঐকান্ত জননী,
ঐ চরণ দেহ মোরে ঐশ্বর্য্যরূপিণী।
ঐন্দ্রজালিকের মেয়ে জান কত লীলা
মহামায়ারূপে এই সৃষ্টি প্রকাশিলা।
ঐকান্তিক মনে মাগো ডাকি সর্ব্বক্ষণ,
ঐকমত্য করি কর বিপদ্-ভঞ্জন।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে ঐশ্বর্য্যরূপিণী।
ঐ চরণে দেহ স্থান ঐশান রমণী।
ঐহিকের আশা যত পুরাও জননী
বিপদে উদ্ধার করি ঐশ-সীমন্তিনী।
১৩ও ওঙ্কারে ওঙ্কার বীজ ব্রহ্মস্বরূপিণী,
ওঙ্কার তোমার ওমা কি বুঝিব আমি।
তপ জপ নাহি জানি যোগের সাধনা,
ওঙ্কারে কালিকাপদ করিনু ধারণা।
ওষধি প্রস্থেতে জন্ম গিরীন্দ্রনন্দিনী,
উমারূপে অনুপমা গিরিশগৃহিণী।
ওষধীশচূড়প্রিয়া করি কৃপাদান,
দাসীরে বিপদ্ মাঝে দেহ পদে স্থান।

ওপারে যাব মা আমি ল'য়ে পদ তরি
শ্রীপদে বিপদে স্থান দেহ মা শঙ্করি।

১৪ঔ ঔৎপাতিক উপসর্গ নাশ মা আমার,
ঔরস্যে ঔষধ দান করহ সুধার।
ঔৎকণ্ঠায় ডাকিলাম ঔষধের তরে,
ঔষধ অমৃতরূপে দেহ মা আমারে।
দুঃখ দিয়া মহামায়া ফেলিলে পাথারে,
তথাপি হ'লনা দয়া দীন তনয়ারে।
ঔচিত্য এ নহে মাতঃ করুণারূপিণী,
ঔৎসুক্য নাশহ মোর দুর্গতিনাশিনী।
ঔদাসীন্য করি মাতঃ থাকিও না আর,
ঔদার্য্য দেখায়ে মাগো করগো উদ্ধার ॥

১৫অং অংশরূপা অংশ মম দেহ অংস করি,
রাখ আসি নিজ অংশ নাশি অংহ অরি।
অংহ নাশ কর মাগো নাশি অহঙ্কার
অংঘ্রিপদ্ম দিও, নাশি দুঃখ-পারাবার।
অংশুরূপে অন্তঃস্থলে হও মা প্রকাশ
অংশে অংশে নারী দেহে তোমার বিকাশ।
অঙ্কে করি তনয়ারে কর অংহ নাশ,
অংশরূপে পূর্ণভাব করহ প্রকাশ।

অঙ্গ মাঝে নিস্তরঙ্গ জ্যোতির সাগরে,
অংশুমালী রূপে মাগো জাগো মূলাধারে ॥

১৬অঃ অংকার অক্ষর রূপা অক্ষর রমণী,
একাক্ষরময়ী বেদ ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
অক্ষরে কালিকা পদ করিতে সাধনা
অক্ষয় শান্তির তরে করিয়া বাসনা।
অক্ষম আমি যে অতি শক্তির সাধনে
শক্তি বিনা শক্তিপদ পাইব কেমনে।
জাগো মহাশক্তি মাগো ভক্তিহীনা প্রতি
শক্তি সাধনায় মনে দেও মা শকতি।
শক্তিরূপা মহাকালী নৃমুণ্ডমালিনী,
জাগো মাগো মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী।
ষোড়শী ষোড়শ দলে অক্ষর মালায়,
পূজিলাম ভক্তিভরে কুসুম মালায় ॥

১৭ক কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা
কালরাত্রি করালিনী কৈটভী কমলা।
কালের কামিনী কালী কাল-বিলাসিনী,
কাল ভয় হ'তে রক্ষা করহ জননী।
কঠিন কালের স্রোতে পড়েছি কালিকা,
কালকান্তা রক্ষা কর নগেন্দ্রবালিকা।

কৌলিনী কুলদা কুলপুষ্পপ্রকাশিনী।
কামাখ্যা কামার্ত্তা কান্তা কুলকুণ্ডলিনী।
কুলে কুল দেহ কালী করালী কমলা,
কুলপুষ্পে লহ পূজা কপালকুণ্ডলা।

১৮খ খকুন্তলা খপুষ্পিতা খট্টাঙ্গধারিণী,
খণ্ড আসি দুঃখরাশি খঞ্জননয়নী।
খর্পরধারিণী খর বিষ কর নাশ,
খণ্ড খণ্ড করি কর খলের বিনাশ।
যে পদ ভাবিলে কাল ভয় নাহি থাকে,
সে পদ ভাবিয়া আমি পড়িনু বিপাকে।
খলেতে করিল খালি অন্তর আমার,
খেদে অঙ্গ জ্বর জ্বর বহে অশ্রুধার।
খ-কুসুম বিলাসিনী খকুন্তলজায়া,
খপুষ্পে প্রসন্না দীনে হও মা অভয়া॥

১৯গ গিরিবালা গণমাতা গণেশ জননী,
গীর্ব্বাণ রূপিণী গৌরী গিরিশ গৃহিণী।
গভীর দুঃখের মাঝে পড়িয়া জননী,
গোলযোগে ডাকি মাতা গিরীন্দ্রনন্দিনী
তোমার গৌরব গাথা করিয়া রচনা,
গণেশজননী ইচ্ছা করিতে অর্চ্চনা।

গোপনে পূজিনু গৌরী পরম গৌরবে,
গৃহ মাঝে চিরদিন কুসুম সৌরভে।
রাখ মা গৌরব নিজ কৃপাদৃষ্টিদানে,
বিষম বিপদ মাঝে অধম সন্তানে।

২০ঘ ঘোররূপা ঘোরতম ঘুচাও বিপদ,
ঘোরতর বিঘ্ন মাঝে দেহ রাঙ্গা পদ।
ঘটে পটে পূজা করি' সঙ্কটের তরে,
ঘুচাও বিপদ্ মাগো এ ঘোর পাথারে।
নাশিয়া বিপদ্‌রাশি ঘূর্ণিতলোচনা,
নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান তব আলোচনা।
ঘনাত্যয়ে আশ্বিনেতে তব শ্রীচরণ,
বড় সাধ মনে দেবি করিতে অর্চ্চন।
ঘোররূপা মহারৌদ্রী দুঃখ দূর করি'
ঘুচাও দাসীর কষ্ট সতত শঙ্করি॥

২১ঙ ঙকার স্বরূপা কালী ভৈরব ঙকার
ঙবিষ নাশিয়া কর আত্মার উদ্ধার।
ঙকার সর্ব্বস্ব আমি দিয়াছি ও পদে,
তবে কেন ভাগ্যদোষে ফেলিলে বিপদে।
নারায়ণি পদে কিবা করিয়াছি পাপ,
কোন্ অপরাধে এত দিলা মনস্তাপ ?

যে পদ ভাবিলে কালভয় নাহি থাকে,
সে পদ ভাবিয়ে আমি পড়িনু বিপাকে।
তথাপি ওপদ আমি কভু না ছাড়িব,
সম্পদে বিপদে পদ সমান ভাবিব।

২২চ চামুণ্ডা চণ্ডনায়িকা প্রচণ্ড চণ্ডিকা,
চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী চঞ্চলা চর্চ্চিকা।
চন্দ্রার্কনখরজ্যোতি চন্দন-চর্চ্চিতা,
চরাচরেশ্বরী দেবী চিন্ময়ী চিন্তিতা।
চম্পককুসুমবর্ণা চঞ্চললোচনা
চারুগোরোচনাগৌরী পূর্ণচন্দ্রাননা।
চাতুরীতে কাল চোরে হরিল কেমন,
চঞ্চল করিয়া চিত্ত সাধনের ধন।
পূজিব মঙ্গলচণ্ডী চৈতন্যরূপিণী,
বিপদ্‌নাশিনী সদা মঙ্গল-দায়িনী॥

২৩ছ ছায়ারূপা ছায়াময়ী ছাড় ছদ্মছল,
ছেলেকে ছলনা করা একি তব ছল।
ছলেতে ছলিয়া কত করিলে লাঞ্ছনা,
পাষাণী কেমন তব মায়ার ছলনা ?
ছন্দোময় বাক্যে করি ছন্দানুবর্ত্তন,
ছাড়ি ছল হও মাগো সুপ্রসন্ন মন।

কৃপাদৃষ্টি কর আসি ছাড়িয়া ছলনা,
পঞ্চাশ অক্ষরে ছন্দে করি আরাধনা।
কাতর পরাণে মাগো ডাকি বার বার,
ছলনা ছাড়িয়া কর বিপদে উদ্ধার।

২৪জ জগদম্বা জগদ্ধাত্রী জগৎ-জননী,
জগৎ জীবনরূপা জয়স্বরূপিণী।
জগতের মাতা তুমি জীবের জীবন,
তনয়ে জীবন দিয়া রাখ মা জীবন।
জগন্মাতা জয় লক্ষ্মী জয়ন্তী জয়দা,
জগদ্ধিতা জয়ঙ্করী নিত্য জয়প্রদা।
জাহ্নবী জীবনে যেন দাসীর জীবন,
জন্মজরা বিনাশিনী হয় সম্বরণ।
জগতের যুদ্ধে মাগো দিও নিত্য জয়,
দাসীরে সতত দিও চরণে আশ্রয়।

২৫ঝ ঝঞ্ঝাবাত ঝটিকার প্রবল তাড়নে,
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু তনয়ানয়নে,
ঝটিতি ঝঙ্কার করি অস্ত্র ঝনৎকার,
বিপদ্ মহিষাসুরে কর মা সংহার॥
ঝল্লক ঝল্লরী বাজে করিয়া ঝঙ্কার,
ঝর্ঝরে ঝরিছে শব্দ কিবা ঝনৎকার।

ঝঞ্ঝাটবিনিবারিণী—করুণা করিয়া,
নিবার ঝড়ের গতি অঙ্কেতে লইয়া।
ঝরে অশ্রু, মুছাইয়া দেও মা নয়ন,
ঝটিতি আসিয়া কর সঙ্কট মোচন।

২৬ঞ ঞকার ব্যঞ্জন বর্ণে দশম অক্ষর,
ঞকার করিয়া এস দেবি নিরন্তর।
ঞতলে ঞধ্বনি মাগো করিয়া মধুর,
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দুঃখ কর দূর।
ব্রহ্মময়ী নারায়ণী সত্যসনাতনী,
তনয়ারে অঙ্কে স্থান দেও মা জননী।
অক্ষর কুসুম সম ফুলের মালায়,
তনয়ার ভক্তিভরে পর মা গলায়।
সঙ্কট সময় মাগো এস দয়া করে,
রক্ষা কর রক্ষাকালী বিপদ সাগরে।

২৭ট টঙ্কিনী টঙ্কিত কর টানিয়া টঙ্কার,
টাঙ্গী লয়ে কর মাতঃ অস্ত্রের ঝঙ্কার।
পূজিলাম ব্রহ্মময়ী মঙ্গল কারণে,
টুটিতে দুষ্টের দর্প পূজিনু চরণে।
বিফল হইল বুঝি কালিকা সাধন,
প্রবল হইয়া শত্রু করে আক্রমণ।

টিট্‌কারী দেয় মাতঃ বড় ক্ষোভ পাই,
হ'য়ে আছি মৃত প্রায়, ক্ষুভিত সদাই।
টিট্‌কার হ'তে রক্ষা করহ জননী!
বিপদ্ সাগরে দিয়ে চরণ তরণী ॥

২৮ঠ ঠকার করিয়া এস ঠয়ের ঘরণী,
ঠময় সকলি দেখি বিনা ঠাকুরাণী।
পূজিলাম ঠাকুরাণী অতি অসময়ে
পড়িয়ে ঠকের ঠাটে ঠেকি ঘোর দায়ে।
ঠিক না হইল মম কালিকা সাধন,
ঠাঁই দেহ শ্রীচরণে বিপদ্‌ভঞ্জন।
ঠাকুরাণী কৃপা করি এঘোর বিপদে,
ক্ষমা করি এ দাসীরে রাখহ শ্রীপদে।
ঠেলিও না তনয়ার কাতর বচন,
ঠাঁই দেও রাঙাপদে, এই আকিঞ্চন।

২৯ড ডকার শিবের নাম ডমরু ধারণ,
ডামরে ডাকিনী তন্ত্রে ডম্বর কারণ।
ডমরুর ধ্বনি শুনি ডিণ্ডিম-ঝঙ্কার,
ডমরু নাদিনী কৃপা কর একবার।
ডাকিনী হাকিনী মাতা বাজাইয়া ডঙ্কা
ডাকি মা আসিয়া মোর দূর কর শঙ্কা।

ডাকাতি করিছে কাল তোমার মন্দিরে,
ডাকা ডাকি করি তাই রক্ষিতে দাসীরে।
ডাকি যে বিপদ্ কালে ডহর মাঝারে,
ডিণ্ডিমনাদিনী রক্ষা কর তনয়ারে।

৩০ঢ ঢুণ্ঢিমাতা সিদ্ধিদাত্রী হও মা সদয়,
ঢুণ্ঢিদেব সিদ্ধিদাতা তোমার তনয়।
ঢক্ ঢক্ রণ রঙ্গে আসব-পায়িনী,
ঢুণ্ঢিমাতা কর কৃপা মঙ্গলদায়িনী।
ঢক্কারবে মহাহবে অসুরনাশিনী,
ঢোলশব্দে পূজা তব বাদ্যবিনোদিনী।
ঢেউ দেখি ভবার্ণবে পাইতেছি ভয়,
বিপদ্ তরঙ্গে মাগো দেওহে আশ্রয়।
ঢালিলাম পুষ্পাঞ্জলি অক্ষরে অক্ষরে,
হওমা সদয় দাসী ডাকিছে কাতরে।

৩১ণ ণ-স্বরূপা ণ-গৃহিণী ণত্ববিভূষণা,
ণ-কার নির্ণয়ে আমি নিত্য জ্ঞানহীনা।
ভাবিয়া তোমার ণত্ব ণ হইল ক্ষয়,
কেমনে তোমার ণত্ব করিব নির্ণয়।
ভাবনায় জ্ঞান হত দেহ হ'ল ক্ষয়,
ত্রিবিধ-ত্রিতাপ-হরা দেহ সদা জয়।

নিরালম্ব জগদম্বে না দেখি উপায়,
ত্রিগুণে ত্রিগুণময়ী রাখ রাঙা পায়।
সংসার-কারণরূপা প্রকৃতিরূপিণী,
বিপদ্ সাগরে দেও চরণ তরণী।

৩২ত তারা ব্রহ্মময়ী মাতা ত্রিতাপতারিণী,
ত্রিপুরা ত্রিগুণা তারা ত্রিদশজননী।
তাপিতা তনয়া তব তাপবিনাশিনী।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা ত্রৈলোক্য তারিণী।
তাপিতে তারিতে ত্বরা চরণতরণী,
ত্রিতাপ নাশিতে দেবি দেওগো জননী।
তপনতনয়ভীত তনয় সকলে,
চরণতরণী দেও ভবসিন্ধু জলে!
বিপদ্ তারিণী তারা করুণারূপিণী,
তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিণী।

৩৩ থ থয়ের নন্দিনী তুমি পাথরদুহিতা
থময়ী হইয়া নিত্য তুমি বিশ্বহিতা।
থমকে থমকে নাচি সমর অঙ্গনে
থূর্ণ কর দৈত্যদলে মঙ্গল কারণে।
থির নাহি হয় প্রাণ নাহি পাই থই
বিপদ্ সাগরে, কেবা রক্ষে তোমা বই।

থাকিব কেমনে, ভয়ে কাঁপি থরথর
থনন্দিনী সঙ্কটেতে হ'য়েছি কাতর।
থরে থরে সাজাইয়া অক্ষরের মালা,
বিপদে পড়িয়া ডাকি গিরিরাজবালা।

৩৪ দ দেবী দাক্ষায়ণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,
দক্ষসুতা দিগম্বরী দানব-দলনী।
দারিদ্র্য দুর্গতি হর দুঃখ-বিনাশিনী,
বিপদ সাগরে দয়া করহ জননী।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী দুর্গা দয়াবতী,
দাসীর দুঃখের অন্ত করহ সম্প্রতি।
দিনে দিনে দুঃখ পাই দুরিত-নাশিনী,
দুর্দ্দিন নাশিয়া দয়া কর দীনমণি !
দুঃখিনী দাসীর প্রতি দেহ দয়াদান,
দুর্গম সঙ্কটে মাগো! কর পরিত্রাণ।

৩৫ ধ ধরিত্রী ধরণী মাতা ধরার ঈশ্বরী,
ধনধান্যে ধরা পূর্ণ কর মহেশ্বরী।
ধ্যানারাধ্যা ধূর্জটীর ধারণার ধন,
ধরাধরসুতা তুমি বিদিত ভুবন।
ধর্ম্মক্ষেত্রে ধাত্রী তুমি নিত্যশুভঙ্করী,
ধূপে দীপে ভক্তে তোমা পূজিল শঙ্করী,

ধ্যান জ্ঞান হীনা এই মূঢ়া দাসী প্রতি,
ধ্বংস কর বিঘ্ন রাশি মাগো হৈমবতী।
ধন মান প্রাণ মন সঁপিনু চরণে,
ধীরভাবে রক্ষা কর দাসীর জীবনে॥

৩৬ ন নগজা নগনন্দিনী নগ্না নারায়ণী,
নবদুর্গা নাশ দুঃখ নিত্যা নিস্তারিণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নন্দা নীলকণ্ঠ-প্রিয়া,
নাশ দুঃখ নিরন্তর করুণা করিয়া।
নিত্যানন্দ প্রদায়িনী, নমস্যা জননী,
দাসীর বিপদে দেও চরণ তরণী।
নন্দিনীর প্রতি মাগো নাহি তব দয়া,
নানা মতে দুঃখ তাই দিতেছ অভয়া।
নাশিয়া দাসীর দুঃখ উমা নারায়ণী.
বিপদ্ সাগরে সবে রাখ নিস্তারিণী।

৩৭প পার্ব্বতী পরমেশ্বরী প্রকৃতি রূপিণী,
পার কর পতিতে গো পতিতপাবনী।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী প্রণবরূপিণী,
পরমার্থ প্রদায়িনী পঙ্কজনয়নী।
পঞ্চাশ অক্ষরময়ী কুসুমমালিনী
পূর্ণলক্ষ্মী পরা শক্তি পূর্ণেন্দুবদনী।

পাদপদ্ম পূজা করি, দেহ পদধূলি,
পঞ্চাশ অক্ষর এই লহ পুষ্পাঞ্জলি।
প্রাণাধিক যারা মোর পৃথিবী ভিতরে
পদে নিরাপদে রেখো প্রসন্ন অন্তরে।

৩৮ফ ফলদাত্রী ফলরূপা ফণীন্দ্রভূষণা
ফুলফলপ্রিয়া ফুল্লেন্দীবরনয়না।
ফণীরূপে কুণ্ডলিনী মূলাধার মূলে,
কুলকুণ্ডলিনী মাতঃ কমলের ফুলে।
ফাঁদেতে ফেলিয়া মাতা করেছ ফাঁফর,
ফাঁকি দিয়া তনয়ারে করেছ কাতর।
ফুলেতে প্রফুল্ল হ'য়ে কুলকুণ্ডলিনী,
জাগো মাগো মূলাধারকমলবাসিনী।
অক্ষর ফুলের মালা গাঁথিয়া যতনে,
পূজিতেছি সদা স্থান দিও শ্রীচরণে॥

৩৯ব ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্ম স্বরূপিণী,
বাগ্দেবী বাঙ্ময়ী বিদ্যা বেদের জননী।
বিশ্বেশ্বরী বিশালাক্ষী বিজয়া বগলা,
বাণী বিদ্যা ব্রহ্মরূপা বরাঙ্গী বিমলা।
বিশ্বোদরী বিশ্বম্ভরী বংশীবিনোদনী,
বিদ্যুৎবরণা বালা ব্রহ্মাণ্ডজননী।

বীজমন্ত্র স্বরূপিণী বিঘ্নবিনাশিনী,
দাসীর বিপদ্‌রাশি নাশহ জননী।
বিফল না হয় যেন বিমলার পূজা,
প্রসন্না দাসীর প্রতি হও দশভুজা॥

৪০ভ ভৈরবী ভুবনেশ্বরী ভীষণহাসিনী,
ভদ্রকালী ভবার্ণব-ভয়-বিনাশিনী।
ভগবতী ভাগীরথী ভবের গৃহিণী,
ভবানী নাশহ ভয় হে ভবতারিণী।
ভাবিলাম ভবানীর চরণ কমলে,
ভয়ঙ্কর ভবার্ণবে কূল পাব ব'লে।
ভাগ্যদোষে ভগবতী ঠেলিলে চরণে,
ভয় ভাঙ্গি ভক্তবাঞ্ছা রক্ষা কর দীনে।
ভুলিওনা ভয়ানক বিপদের মাঝে,
ভাগ্যহীনা দাসী পূজে অক্ষরের সাজে।

৪১ম মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী মহেশ-মোহিনী,
মাতঙ্গী মঙ্গলা, মূলমন্ত্রস্বরূপিণী।
মঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডী মৃগেন্দ্রবাহিনী,
মনোভীষ্ট-প্রদা মায়া মোহ বিনাশিনী।
মহেশ্বরবিমোহিনী মায়া স্বরূপিণী,
মোক্ষদাত্রী মহামায়া মানব-জননী।

মঙ্গলের তরে আমি পূজিলাম মাতা
তনয়ার প্রতি তবু হ'লনা মমতা।
মা মা বলে ডাকিতেছি ভাসি অশ্রুজলে,
মমতা করিয়া স্থান দেহ পদতলে।

৪২য যোগমাতা যোগেশ্বরী যোগেশ-গৃহিণী
যোগিনী যোগীন্দ্রবাঞ্ছা যজ্ঞস্বরূপিণী।
যজ্ঞেশ্বরী যোগেন্দ্রাণী যমভয়-হরা,
যাচিতেছে শ্রীচরণ এ দাসী কাতরা।
যোনি তুমি জগতের অযোনি-সম্ভবা,
যাগ যজ্ঞ নিত্য সর্ব্ব মঙ্গলপ্রভবা,
যোগনিদ্রা ত্যজি মাতা উঠ সহস্রারে,
যতেক যাতনা জ্বালা ঘুচাও সংসারে।
যামিনী জাগিয়া মাতা যোগে যাগে কত,
পূজিতেছি শ্রীচরণ জননী সতত।
যদ্যপি যাতনা জ্বালা যায় এইবার,
বুঝিব দাসীর প্রতি করুণা তোমার॥

৪৩র রুদ্রাণী রেবতী রমা রাজরাজেশ্বরী,
রণচণ্ডী রণপ্রিয়া রাধা রাসেশ্বরী।
রক্ষা কর রক্ষাকালী সমররঙ্গিণী,
রক্তপা রুধিরপ্রিয়া রিষ্টিবিনাশিনী।

রাকেন্দুনিন্দিতমুখী রক্তবিলাসিনী,
রক্তবীজবিনাশিনী রুধিরপায়িনী।
রক্তচন্দনেতে মাতা রক্ত পুষ্প দলে,
রুধিরে পূজিব দেবি চরণ কমলে।
রক্তরাগে অনুরাগে অলক্তক দিয়া,
পূজিব সিন্দুর রাগে রঞ্জিত করিয়া।
রক্ষা কর রণরঙ্গে রক্ষঃবিনাশিনী,
দাসীর অশিব নাশ শিবসীমন্তিনী।

৪৪ল লক্ষ্মীরূপা লোকালয়ে লজ্জাস্বরূপিণী,
লোকমাতা লোকধাত্রী ত্রিলোকতারিণী।
লোলা লীলাবতী লোকানুগ্রহকারিণী,
লীলালাবণ্যসম্পন্না ললিতরঙ্গিণী॥
লোল জিহ্বা লক্‌লক্‌ লম্বিত কুন্তলা,
ললনাললাম লক্ষ্মী লাবণ্য উজ্জ্বলা।
লক্ষলক্ষকালী নাম রুধিরে লিখিয়া,
লীলাছলে অক্ষরের মালিকা গাঁথিয়া;
লভিতে অভয় পদ, জননী আমার,
লোভে রাখিয়াছে মাগো তনয়া তোমার।
লজ্জায় মরমে মরি বিপদের দায়,
চরণেতে দিয়া স্থান কর মা উশায়।

৪৫ব বৈষ্ণবী বিমলা বিদ্যা ব্রাহ্মী বিদ্যাধরী,
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী বিশ্বের ঈশ্বরী।
বিঘ্নবিনাশিনী মাতা বেদের জননী,
বুদ্ধিরূপা বিষ্ণুমায়া বিপদনাশিনী।
বন্দিলাম বিশ্বমাতা বালিকার মত,
বিপদে পড়িয়া হ'য়ে আছি বুদ্ধিহত।
বিষম বিপাকে পড়ি যায় গো জীবন,
বিঘ্ননাশ করি মাতা দেও শ্রীচরণ।
বরদেহ তনয়ার বরাভয় ত্বরা,
বিপক্ষনাশিতে দেবী হও ভয়ঙ্করা।
ব্যথিত বেদনা মাগো ঘুচাও অচিরে,
করুণা করিয়া রক্ষা কর এ দাসীরে ॥

৪৬শ শঙ্করী শর্ব্বাণী শিবা শৈলেন্দ্র নন্দিনী,
শৈলসুতা শুভঙ্করী শিবসীমন্তিনী।
শাকম্ভরী শক্তিরূপা শম্ভুবিনোদিনী,
শান্তিময়ী শ্যামাঙ্গিনী শ্মশানবাসিনী।
শরণাগতপালিকা শক্তিসঞ্চারিণী,
শুভদা শশিশেখরা শ্রুতিপ্রসবিনী।
শমনভয়শমনী শত্রুনাশ করি,
শোকশল্য দূর কর সদা শুভঙ্করী।

শবাসনা তনয়ার পূরাও বাসনা,
শক্তি দেহ করিবারে শক্তির সাধনা।
শুদ্ধ কর দেহ মন অশুদ্ধি নাশিয়া,
দাসীর মনের তমঃ শীঘ্র বিনাশিয়া॥

৪৭-ষ ষোডশী ষোড়শভুজা ষড়াননমাতা,
ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী পূজিতা বিধাতা।
ষট্‌চক্রে পদ্মদলে তুমি কুণ্ডলিনী,
ষট্‌চক্র ভেদ করি জাগগো জননী।
ষড রিপু ষড়যন্ত্র করি সর্ব্বক্ষণ,
নাশিছে জননী মম সাধনার ধন।
ষট্‌চক্রে পদ্মবনে কুলকুণ্ডলিনী,
সাধনে সহায় হও স্বয়ম্ভুরমণী।
ষোড়শীপূজায় মাগো দেহ অধিকার,
ষড়্‌রিপু নাশি চিত্ত কর নির্ব্বিকার।
ষড়যন্ত্র হ'তে রক্ষা কর গো জননী,
দাসীরে অন্তিমে দিও চরণ তরণী॥

৪৮-স সতী সীতা সাবিত্রী সারদা সুবচনী,
সুরেশ্বরী সরস্বতী সর্ব্বদা সর্ব্বাণী।
সদানন্দময়ী সত্যা সর্ব্বার্থসাধিকা,
সর্ব্ব-মঙ্গল দায়িকা সংসার পালিকা।

সর্ব্বগুণময়ী সাধ্বী সত্যসনাতনী,
সুন্দরী সর্ব্বমঙ্গলা স্বর-স্বরূপিণী।
সাধনার শক্তি দেও সাধক-জননী,
স্বয়ম্ভুকুসুমপ্রীতা স্বয়ম্ভুবাসিনী।
স্বয়ম্ভুকুসুমস্নিগ্ধা স্বয়ম্ভুরমণী,
সহস্র পদ্মদলান্তে স্বয়ম্ভুরক্ষিণী।
সর্ব্ব অপরাধ মাগো ক্ষমি সুরেশ্বরী,
দাসীরে বিপদ্‌মুক্ত কর শুভঙ্করী।

৪৯-হ হরপ্রিয়া হৈমবতী হেরম্ব-জননী,
হিমাদ্রিতনয়া হেমা হেমাব্জবাসিনী।
হাস্যমুখী হরিণাক্ষী হেমাঙ্গবরণী,
হিঙ্গুলা মঙ্গলা সতী হরিণনয়নী।
হাকিনীশক্তি মধ্যস্থা হরমনোরমা,
হ্লাদিনীরূপেতে নিত্য চিত্তমনোরমা।
হৃদয়কমলদলে মূলাধার মূলে,
কুলকুণ্ডলিনীরূপে এসমা অকূলে।
হীনশক্তি নাহি ভক্তি দাসী হীনমতি,
হর দুঃখ হৃষ্ট মনে দেবি হৈমবতী।
হেরিয়া নয়নে হর দাসীর দুর্গতি,
হওমা বিপদ্‌কালে সুপ্রসন্না মতি।

৫০-ক্ষ ক্ষেমঙ্করী ক্ষমারূপা ক্ষান্তি ক্ষমাবতী,
ক্ষৌমবাসবিলাসিনী ক্ষীণমধ্যা সতী।
ক্ষৌণীশ্বরসমর্চ্চিতা ক্ষণপ্রভাময়ী,
ক্ষণমাত্রে ক্ষুব্ধা কর সসাগরা মহী।
ক্ষীণত্রাসে ক্ষুব্ধমনে পূজিনু জননী,
ক্ষমাকর ক্ষেমঙ্করী ক্ষয় সংহারিণী।
ক্ষণমাত্র কটাক্ষেতে কর দৃষ্টিপাত,
বিঘ্নরাশি নিমেষেতে হবে ভস্মসাৎ।
ক্ষুভিতা তনয়া প্রতি করুণ নয়নে,
ক্ষণকাল দেহ স্থান অভয় চরণে।
ক্ষতপ্রাণে শান্তিধারা ঢালিয়া জননী,
দেহ শান্তি ক্ষান্তিরূপা ক্ষীরোদবাসিনী।



ঋতু বর্ণনা।

গ্রীষ্ম।

বৈশাখ ঃ—পুণ্য মাস বৈশাখের পূত কলেবরে,
ভাস্কর মেষের পৃষ্ঠে আরোহণ করে,
পুরদ্বারে পূর্ণকুম্ভ আম্রশাখা মালা,
ফুল বিল্বদলে সবে সাজাইয়া ডালা ;
চন্দনচর্চ্চিত ল'য়ে নানা ফুল ফল,
মহেশ্বরে পূজা করে মানবের দল।
পুণ্যময় বৈশাখের পুণ্যদেহ পরে,
পুণ্যকামী নরনারী বারব্রত করে।
জলদান ফলদান আর অন্নদান,
বৈশাখের পুণ্য দেহে কত বিদ্যমান।
পূজার্চ্চনা দান ধ্যান ব্রাহ্মণভোজন,
ধর্ম্মপ্রাণ লোকে করে পুণ্য উপার্জ্জন।
সুগন্ধচন্দন সহ সুশীতল জলে,
ঠাকুরে শীতল দেয় যত ভক্তদলে।
ফলফুলে সুশোভিত বৈশাখের অঙ্গ,
পল্লবভূষণে কত মঞ্জরীর রঙ্গ।

শ্রীফলে শ্রীফল পক্ক আর নব ফুল,
চম্পকের মধুলোভে মত্ত অলিকুল।
মধুময় ফলে ফুলে বৈশাখের মাস,
স্বর্গের সুষমা যেন করে পরকাশ।
কিন্তু বিধাতার রাজ্যে নিয়ম সুন্দর,
এ সময়ে রৌদ্র তেজ অত্যন্ত প্রখর।
প্রখর তপন তাপে বৈশাখের মাসে;
অগ্নিবৃষ্টি করে ভানু যেন বা আকাশে
বারিদ বিহনে জীব করে হাহাকার,
যাচিছে "ফটীক জল" চাতক নাচার।
তপনের তাপে নর করে হায় হায়,
পশুপক্ষী সর্ব্বপ্রাণী আর্ত্ত পিপাসায়।
মাধবে মাধবপ্রিয়া মাধবী পূর্ণিমা
ফুলদোল মহোৎসবে কিবা মধুরিমা।
জ্যৈষ্ঠ ঃ—জ্যৈষ্ঠেতে প্রবল গ্রীষ্ম ঘটিল শঙ্কট,
নিদাঘজ্বালায় লোক করে ছট ফট।
প্রখর তপনে নহে গ্রীষ্ম মাত্র ফল,
প্রচণ্ড রৌদ্রেতে হয় ধরার মঙ্গল।
প্রবল রবির তেজে সমুদ্রের জল,
বাষ্পের আকারে হয় মেঘের সম্বল।

যত রৌদ্র তত বর্ষা প্রকৃতির রীতি,
রৌদ্র না হইলে হয় পৃথিবীর ক্ষতি।
জগতের এক চক্ষুঃ দেব দিবাকর,
উত্তাপ আলোকরূপে মঙ্গল আকর।
তাই যারা অল্পবুদ্ধি সদা স্বার্থে রত,
জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রের তেজে তারা বুদ্ধিহত;
মানুষের গ্রীষ্ম জ্বালা তুচ্ছ সে গণন,
উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হেতু প্রচণ্ড তপন।
ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইতে গিয়া,
রবি যদি সন্তাপিত করে কারো হিয়া,
কেবা তাহে ভাস্করের দোষ গণ্য করে,
স্বল্প ক্ষতি সহে বহু উপকার তরে।
জ্যৈষ্ঠেতে ফলের রাজা সুরসাল আম,
ফলভরে পূর্ণ করে এই ধরাধাম।
কত ফলে ধরাতলে দিব্য শোভা পায়,
নিদাঘ ফলের রাজা বিখ্যাত ধরায়।
চাষের প্রধান ধান এই কালে হয়,
জীবের জীবনরক্ষা যাতে সমুদয়।
পুণ্য জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমায়, দিব্য মহিমায়
স্নান যাত্রা মহোৎসবে উজ্জ্বল বিভায়,

পুরুষোত্তম দেবের হয় দিব্য স্নান,
তাহাতেই ধরাধামে বর্ষার নিদান।
পুণ্যা শুক্লাদশমীতে এই জ্যৈষ্ঠ মাসে,
দশহরা পুণ্য যোগে সর্ব্বপাপ নাশে।
মনসা পূজার হয় প্রথম বিকাশ,
এইরূপে ফলরাজা জ্যৈষ্ঠের প্রকাশ।

বর্ষা।

আষাঢ় ঃ—আষাঢ়ে গগনে মেঘ গরজে গভীর
নবীন মেঘের ডাকে শিহরে শরীর।
চপলা চমকে ঘন অন্ধকার ধরা,
ময়ূর ময়ূরী ডাকে, ভেক মাতোয়ারা।
অবিশ্রান্ত ঝরে বারি মূষলের ধারে,
গৃহের বাহির হ'তে ভাবনা অন্তরে।
আকাশের ভীম ভাব, আচ্ছন্ন গগন,
জলস্রোতে পরিপূর্ণ নদনদীগণ।
কূল ত্যাজি কল্লোলিনী ছাড়ি' দুইকূল,
দুকুল ভাসায়ে ধায় হইয়া আকুল।
কূলভেঙ্গে তরঙ্গিণী হয় কূলঙ্কষা,
মলিনা হইয়া যায় ভাবতে বিবশা।

বর্ষার ধারায় পদ্ম হয় মুকুলিত,
তরুপরে গর্ব্বভরে কদম্ব শোভিত।
মালতীর মধুগন্ধে সুগন্ধ কানন,
নিশিগন্ধা গন্ধবহে সুগন্ধ মিলন।
কেতকীর তীব্রগন্ধে মন মতোয়ারা,
শ্যামলাঙ্গী বসুধার অপরূপধারা।
মধুময়ী বরষার মোহ মদিরায়,
ভাবুক কবির প্রাণ আকুল ব্যথায়।
তরঙ্গিণী ক্রীড়ারঙ্গে করে কুল কুল,
বন্যার প্রবাহ ধায় ভাসায়ে দু'কূল।
শ্যামল তরুর অঙ্গে কত ফল ফুলে,
মঞ্জরীতে সুশোভিত নবীন মুকুলে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোপিকারঞ্জন,
এই মাসে রথপৃষ্ঠে করি' আরোহণ,
মোহবদ্ধ জীবগণে দেন মুক্তিধন,
রথেতে বামন দেখি জন্ম নিবারণ।
পবিত্র পুরুষোত্তমে যায় নরনারী—
ভক্তির অপূর্ব্ব দৃশ্য মনঃপ্রাণহারী।
নমোনমঃ জগন্নাথ বিপদ্ভঞ্জন,
দাসীর হৃদয়রথে কর আরোহণ।

মনোরথ কর পূর্ণ, হে রথবিহারী,
ডাকিতেছে মূঢ়মতি জ্ঞানহীনা নারী।
নমোনমঃ দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ,
নমোনমঃ রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন।
দাসীর সংসার লজ্জা কর নিবারণ,
আরাধিকা সাধিকায় সুপ্রসন্ন মন।
রথেতে উঠিয়া পূর্ণ কর মনোরথ,
সদা যেন চলি, ধরি তব ধর্ম্ম পথ।
ধর্ম্মের বন্যায় দেব ভাসাও এধরা,
সুখশান্তি পরিপূর্ণা হো'ক বসুন্ধরা।
শ্রাবণ ঃ—শ্রাবণে বরষা ঘোর অতীব ভীষণ,
ঘনঘটাচ্ছন্ন নভঃ থাকে সর্ব্বক্ষণ।
প্লাবিত ধরার অঙ্গ সদা বরিষণে
নদনদীগণ ছোটে—তরঙ্গ গর্জ্জনে।
মেঘের আঁধার সহ রাত্রির আঁধার,
মিশিয়া ভীষণ ভাব হয় বসুধার!
চঞ্চলা চপলা বালা কখন চমকে
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করি রূপের ঠমকে।
দিবারাত্র বারিদের বারি বরিষণ,
ধান্যের চাষেতে বাঁচে জীবের জীবন।

দিবসে রজনী ভাব বাদল সর্ব্বদা,
জলময় পথঘাট চারিদিকে কাদা।
জীবের জীবন হেতু ক্ষেত্র আ'লহ'তে!
উপস্থিত অন্নপূর্ণা শস্যের মূর্ত্তিতে।
শ্রমশীল পুত্রে সদা সদয়া অভয়া,
অলস হইলে তারে না করেন দয়া।
এই হেতু দিবারাত্রি কভু না বিচারি,
অবিশ্রান্তধারে ঝরে শ্রাবণের বারি।
একাদশী আদি পাঁচ তিথিতে এমাসে,
পুণ্য ভাগবত লীলা ঝুলনে প্রকাশে।
মধুর ঝুলনলীলা মধুর মিলনে
শ্যাম সহ কিশোরীর দোলা আরোহণে,
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝে কি অপূর্ব্ব দোল,
আনন্দের বৃন্দাবনে মধুর হিন্দোল।

শরৎ।

ভাদ্র ঃ—ভাদ্রে রৌদ্র খরতর সিংহসনে রবি,
শরতের আগমনে মনোহর ছবি।
শরৎসুন্দরী ভবে করি আগমন,
চতুর্দ্দিক সুপ্রসন্ন নির্ম্মল গগন

অবিরল বৃষ্টিধারা নাহি পড়ে আর,
পথে ঘাট শুষ্ক হল, নদী পরিষ্কার।
শরৎ ঋতুর রাজ্য ঘোষণার তরে,
ফুটিল কাশের গুচ্ছ সকল প্রান্তরে।
নাহি আর বরিষার প্লাবন পীড়ন,
বিকসিত শরতের কমল লোচন।
পরিপাটী দোপাটীর বিবিধ বরণে,
সেফালিকা সদা সুখী গন্ধ বিতরণে।
আশু ধান্য পরিপক্ক কৃষকের ঘরে,
হৈমন্তিক ধান্যক্ষেত্র শোভিছে প্রান্তরে।
মাঝে মাঝে ঘনঘটা আকাশের গায়
কভু শোভে ইন্দ্রধনু অপূর্ব্ব শোভায়।
এমন সুখের কালে ভগবান্ হরি,
ভূভার হরণ তরে মনে চিন্তা করি,
বৃন্দাবনে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হ'য়ে,
করে'ছেন কতলীলা করুণা কবিয়ে।
পুণ্যস্মৃতি জন্মাষ্টমী দ্বিপ্রহর নিশি,
অন্ধকারে একেবারে বিশ্ব গেছে মিশি ;
আকাশেতে ঘনঘন গভীর গর্জ্জন,
কখন বা বিজলীর আনন্দনর্ত্তন ;

অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিয়া প্রভা,
যশোদার অঙ্কে শোভে এক দিব্য বিভা।
অন্যদিকে কারাগারে ঘোর অন্ধকারে,
উঠিল সহস্র সূর্য্য প্রভার বিস্তারে;
দেবকীর গর্ভে হরি হয়ে অবতার
জন্মিলেন বিনাশিতে পৃথিবীর ভার।
ভাদ্রে পুণ্য ব্রতপক্ষে ধর্ম্মলাভ আশে
নারীগণ ব্রতপূজা করেন হরষে।
পুণ্য চতুর্দ্দশী ব্রত অঘোর নামেতে
আলোকামাবস্যা ব্রত বিখ্যাত জগতে।
এইদিন শিবপূজা আর উপবাসে,
শিব লোকে যায় লোক দেহের বিনাশে।
হরিতালিকার ব্রত করে নারীগণ,
যাহাতে সকল পাপ হয় নিবারণ।
চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্র হরিতালিকায়,
সৌভাগ্য চতুর্থীব্রত পার্ব্বতী পূজায়।
ঋষি পঞ্চমীর ব্রত রক্ষা পঞ্চমীতে,
পরেতে মন্থান ষষ্ঠী শিশুদের হিতে।
ললিত সপ্তমী ব্রত জানে সর্ব্বজন,
কুক্কুটীব্রতের নামে খ্যাত ত্রিভুবন।

দূর্ব্বাষ্টমী রাধাষ্টমী ব্রত যেই করে
দূর্ব্বাসম বাড়ে কুল তাহার সংসারে।
তাল নবমীর ব্রত খ্যাত চরাচরে
এই ব্রতে সর্ব্বদুঃখ সদা নাশ করে।
এই ব্রতে লক্ষ্মীপূজা যেই নারী করে
নিশ্চলা হইয়া লক্ষ্মী থাকেন সে ঘরে।
সর্ব্বদুঃখ নিরন্তর নাহি থাকে তার,
জন্মান্তরে বৈধব্যের ভয় নাহি আর।
পতি সোহাগিনী হয়, এই ব্রত ফলে
পুত্রপৌত্রে সুশোভিতা হয় ভূমণ্ডলে।
ধনধান্য সৌভাগ্যের নাহি থাকে সীমা
তাল নবমীর ব্রতে এতই মহিমা!
বামন দ্বাদশীব্রতে ইন্দ্রের উত্থান,
ইন্দ্রধ্বজ পূজা লোকে করে অনুষ্ঠান।
সর্ব্বপাপনাশকর অনন্তের ব্রত,
ব্রতশ্রেষ্ঠ রূপে ভবে বিখ্যাত সতত।
মঙ্গল ধ্বজেতে ইন্দ্রে করিয়া অর্চ্চনা,
ভক্তিভরে অনন্তের করি আরাধনা;
হরিকে প্রসন্ন করে যেই নরনারী,
ভক্তিভরে ব্রত করে নিয়ম বিচারি'

নিরন্তর অনন্তের স্নেহের ভাজন,
হইয়া পৃথিবীতলে রহে সেইজন।
পরেতে অপর পক্ষে যত হিন্দুগণ,
ভক্তিভরে সবে করে পিতার তর্পণ।
সতিল সলিলাঞ্জলি করিয়া প্রদান,
পিতৃগণে তৃপ্তকরে হিন্দুর সন্তান।
মহালয়া অমাবস্যা তিথিতে তৎপরে,
তর্পণ সমাপ্ত করি পিতৃশ্রাদ্ধ করে।
প্রতিপদে কল্পারম্ভে দেবী আগমনে,
দেবীপক্ষে ধরাবক্ষে আনন্দভবনে;
নরনারী ডুবে যায় আনন্দ সাগরে
আনন্দের বন্যা যেন বহে এ সংসারে।

আশ্বিন ঃ—আশ্বিনে সুখের ধরা নির্ম্মল আকাশ,
শরৎ সুন্দরী যাহে জগতে প্রকাশ!
পুণ্ডরিক বিকসিত সরসীর জলে,
শরতের শ্বেতচ্ছত্র শোভিছে হিল্লোলে।
কাশের চামর গুচ্ছ প্রান্তরের গায়,
শরৎ রাণীর অঙ্গে চামর ঢুলায়!
হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর সুষমা
কৃষকের আনন্দের নাহি আর সীমা।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বাঙ্গালীর ঘরে,
আনন্দকানন যেন বিরাজে সংসারে।
বঙ্গের ঘুচিল দুঃখ দেবী আগমনে,
অভয়ার শ্রীচরণ স্মরি মনে মনে!
ষষ্ঠীতে সন্ধ্যার কালে বিল্ববৃক্ষ মূলে,
উদ্বোধন হয় মার আনন্দ হিল্লোলে।
শক্তিস্বরূপিণী মাতা শক্তি সঞ্চারিয়া,
আনন্দের স্রোতে বঙ্গ দেন ভাসাইয়া।
নববস্ত্র অলঙ্কারে নরনারী গণ,
আনন্দ সাগরে যেন হয় নিমগন।
বালক বালিকা হৃদে আনন্দ অপার,
তাদের নির্ম্মল মনে নাই চিন্তা ভার।
যুবক যুবতী সুখী মিলনের সুখে,
প্রবাসী গৃহেতে ফিরে পরম কৌতুকে
অনুরক্ত ভক্ত হৃদে আনন্দের ধারা
দেবীপদ দরশনে সুখে আত্মহারা।
বঙ্গবাসী অভিলাষী আনন্দিত মনে,
পুষ্পাঞ্জলি দিতে ব্রহ্মময়ীর চরণে!
আনন্দ তরঙ্গ বহে বাঙ্গালীর ঘরে,
জননীর আগমনে সম্বৎসর পরে।

কিন্তু আনন্দের দিন কত ক্ষণ রয়,
তিন দিনে আনন্দের ফুয়ারা ফুরায় !
দশমীতে বিসর্জ্জন নিরানন্দ ধরা,
মায়ের নয়নে দুঃখে যেন অশ্রুধারা।
সন্ধ্যাকালে দিনমণি অবসান সনে,
ধরা ছাড়ি যান মাতা কৈলাস ভবনে।
ধীরে ধীরে আসে যেন দুঃখময়ী নিশি,
আনন্দ চন্দ্রমা যায় অস্তাচলে মিশি।
তারপরে কোজাগরী পূর্ণিমা প্রদোষে,
লক্ষ্মীর পূজায় রত সকলে সন্তোষে !
অক্ষক্রীড়া করি রাত্রিকরে জাগরণ
ধনবৃদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন।
বরদাত্রী লক্ষ্মীদেবী মধুর বচনে,
বলেন সকলে ডাকি. বিশ্ববাসিজনে।
অক্ষ লয়ে ক্রীডা করে যেই সুধীজন,
নিত্য তারে বিত্ত আমি করি সমর্পণ,
নারিকেল জল আর চিপিটক দানে,
যেই জন পূজা করে পিতৃদেবগণে।
শরতের অবসান লক্ষ্মী পূজাসনে,
হেমন্ত আসেন পরে ভারত ভবনে।

হেমন্ত।

কার্ত্তিকঃ—পুণ্যমাস কার্ত্তিকের হেমন্ত প্রথমে,
হিমের প্রভাব বাড়ে ধরাধামে ক্রমে।
দুরন্ত হেমন্ত হিমে নানা রোগ হয়,
যমের দক্ষিণ দ্বার সদা খোলা রয়।
ধান্যের ক্ষেত্রেতে লক্ষ্মী অবতীর্ণা হ'য়ে
পশেন ধানের গর্ভে তুলার্ক সময়ে।
কার্ত্তিকে আকাশে দীপ যেই করে দান,
সর্ব্বকুল উদ্ধারিয়া বিষ্ণুলোকে যান।
বিষ্ণুগৃহে যেই দেয় প্রদীপ উজ্জ্বল,
সেই জন পায় অগ্নিষ্টোমব্রত ফল।
প্রদোষে প্রদীপ মালা পরিয়া মাথায়,
দিনান্তে হেমন্ত রাণী কিবা শোভা পায়।
ভূতচতুর্দ্দশী তিথি যমের তর্পণ,
চতুর্দ্দশ দীপ দান করে সর্ব্বজন।
চৌদ্দ শাক খায় সবে করে স্নান দান,
সন্ধ্যাকালে অপামার্গ করে ভ্রাম্যমাণ।
পরে দীপান্বিতা কৃত্য দেওয়ালীর রাতি,
শত শত বাজি পোড়ে, জ্বলে কত বাতি।

কার্ত্তিকের অমাবস্যা তামসী রজনী,
এই দিনে পূজে লোকে জগৎ জননী।
মহাকালসীমন্তিনী কালকান্তা কালী,
চামুণ্ডা চণ্ডনায়িকা ঘোরা মুণ্ডমালী।
দিগম্বরী মুক্তকেশী মহামেঘপ্রভা,
ঘোররূপা মহাদংষ্ট্রা ঘোরতরা শুভা।
চিদানন্দস্বরূপিণী শ্মশানবাসিনী,
রক্ত-পানরতা রক্তখর্পর হস্তিনী।
ভক্তের বাসনা শ্যামা করিতে পূরণ,
হেমন্তের মহাপূজা করেন গ্রহণ।
ষট্ চক্র ভেদনকরী আনন্দরূপিণী,
সহস্রদলপদ্মাস্থ-নিত্য নিবাসিনী।
সর্ব্বকালোদ্ভবপ্রীতা স্বয়ম্ভূপুষ্পিণী ;
স্বয়ম্ভূ-কুসুমপ্রীতা স্বয়ম্ভুবাসিনী।
সর্ব্ববর্ণময়ী মাতা বিদ্যাস্বরূপিণী,
সাধকানন্দকারিণী কীর্ত্তিযশস্বিনী।
আনন্দকাননে দেবী শ্মশানবাসিনী,
পুরা'তে ভক্তের বাঞ্ছা কালিকারূপিণী।
বলি দৈত্যরাজ পূজা দ্যূত প্রতিপদে,
শুভবর্ষ তার, যার জয় প্রতি পদে।

লঙ্কনাশ হয় তার যার পরাজয়,
সংবৎসর শুভাশুভ ইহাতে নির্ণয়।
গোবর্দ্ধন পূজা আর রাত্রি জাগরণ,
গো-বর্দ্ধন তরে গাভী পূজে সর্ব্বজন।
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার কৃত্য খ্যাত চরাচর,
ভ্রাতা ভাগিনীর প্রীতি পূজা পরস্পর।
ভ্রাতাকে করিয়া পূজা ফোঁটা দেয় ভালে,
ভগিনীর হাতে ভাই খায় কুতূহলে।
ভাই দেয় ভগিনীকে বস্ত্র অলঙ্কার,
ভাই ভগিনীর মেলা আনন্দ অপার।
যমুনা যমের পূজা হয় ধরাধামে,
যমদূত চিত্রগুপ্ত পূজা হয় ক্রমে।
যমাষ্টক স্মরি লোকে অর্ঘ্য দেয় যমে,
যমদ্বিতীয়ার কার্য্য শেষ হয় ক্রমে।
পরে শুক্লাসপ্তমীতে কাত্যায়নী ব্রত,
গোপীগণ যার তরে জগতে বিখ্যাত।
কাত্যায়নী পূজা করি কৃষ্ণ লাভ তরে,
গোপিকার ইষ্ট সিদ্ধি পাইয়া তাঁহারে।
অষ্টমীতে গোষ্ঠাষ্টমী গোগ্রাস প্রদান,
গোপূজা গো-প্রদক্ষিণ পুরাণ বিধান।

গোষ্ঠ বিহারের লীলা জানে সর্ব্বজন,
নবমীতে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজন।
দুর্গানবমীতে সবে গৌরীব্রত করে,
জগদ্ধাত্রী পূজা খ্যাত বঙ্গের মাঝারে।
ত্রেতাযুগাদ্যার এই পুণ্যপ্রদা তিথি,
স্নান দান করে লোকে অতি হৃষ্ট মতি।
পুণ্যতিথি একাদশী শাস্ত্রের বিধান,
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শেষে হরির উত্থান।
বক পঞ্চকেতে বহু পুণ্যকামী জন,
মৎস্য মাংস হিংসা বৃত্তি করে বিসর্জ্জন।
কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী তিথি পুণ্যতমা,
রাসলীলা হয় যাহে কৃষ্ণের মহিমা।
নিত্যধাম বৃন্দাবনে কালিন্দীর কূলে,
পূর্ণ-চন্দ্রোজ্জ্বল কেলি কদম্বের-মূলে।
ভক্তের হৃদয় মাঝে স্বর্ণ সিংহাসনে,
রাসলীলা আনন্দের নব বৃন্দাবনে।
কার্ত্তিকী সংক্রান্তি দিনে কার্ত্তিকের পূজা,
সর্ব্বজয়া ব্রত করে আনন্দে কুলজা॥

অগ্রহায়ণ ঃ—মার্গশীর্ষ শ্রেষ্ঠ মাস বৎসরের মাঝে,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন ধরায় বিরাজে।

পরিপক্ক শালিধান্যে হাস্যময়ী ধরা,
শস্য সম্পদেতে পূর্ণ সদা বসুন্ধরা।
প্রান্তরে হেমন্ত রাণী সোণার আঁচলে,
করেন অপূর্ব্বলীলা সরিষার ফুলে।
গলায় গাঁদার মালা সুবর্ণের শাড়ী,
সেফালিকা আমোদিত করে ঘর বাড়ী।
মার্গশীর্ষ অগ্রভাগ কার্ত্তিকের শেষ,
রোগের প্রভাব ঘোর বঙ্গেতে বিশেষ।
যমদ্বার অনিবার খোলা থাকে এবে,
জ্বরাসুর অত্যাচারে প্রপীড়িত সবে।
এই কালে অতিশয় হিমের প্রভাব,
কিন্তু ভবে নাহি থাকে অন্নের অভাব।
নবান্নে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে সব ঘরে,
নবান্ন করিয়া লোকে পিতৃগণে স্মরে।
খর্জ্জুরের বৃক্ষে বহে সুধা প্রস্রবণ,
কমলালেবুর বনে শোভানিকেতন।
হেমন্তে অনন্ত শোভা নবনব ভাব,
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ধীরে শীতের প্রভাব।
শীত ঋতু ধীরে ধীরে ধরাধামে আসে,
কাঁপাইয়া সর্ব্বজীবে শীতল বাতাসে।

শীত।

পৌষ ঃ-- পৌষ মাস লক্ষীমাস বাঙ্গালীর মাঝে,
কৃষকের ঘরে লক্ষ্মী সতত বিরাজে।
বাঙ্গালীরা ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা করে,
নবধান্যে আড়ি পূর্ণ করি হর্ষভরে।
নবজাত ধান্যে পূর্ণ করি' গোলাঘর,
নিশ্চিন্ত কৃষক আজি আনন্দ অন্তর।
পিষ্টক পায়স আদি বিবিধ ভোজন,
প্রস্তুত করিয়া সুখে খায় সর্ব্বজন।
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বিরাজিতা,
ধনধান্যে লক্ষ্মীদেবী সতত পূজিতা।
পৌষ পার্ব্বণেতে পিঠা খায় সর্ব্বজন,
গুড়েতে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে সর্ব্বক্ষণ।
ইংরাজির নববর্ষ এই মাসে হয়,
বড় দিনে খৃষ্ট জন্ম খ্যাত বিশ্বময়।
খৃষ্টান ধর্ম্মের লোকে পৌষমাস পেয়ে,
নানাবিধ পিঠা খায় উল্লসিত হয়ে।
পৌষেতে দুরন্ত শীতে না দেখি উপায়,
বস্ত্রবিনা দীনদুঃখী করে হায় হায়।

শীত নিবারণে অগ্নি রাত্রিতে সম্বল,
দিনমানে সূর্য্যকর ভরসার স্থল।
শীত বস্ত্র বিনা কাঁদে পুত্রকন্যাগণ,
মনস্তাপে দরিদ্রের অশ্রু বরিষণ।
ভানু আর কৃশাণুর করুণা ধরিয়া,
কোনরূপে থাকে দীন জীবন ধরিয়া।
মাঘ ঃ—মাঘ মাসে পুণ্য আশে নর নারীগণ,
প্রাতঃ স্নান করে সবে শীতেতে ভীষণ।
ধনী নানা শীত বস্ত্র ব্যবহার করে,
দরিদ্রের আশা অগ্নি আর সূর্য্য করে।
মাঘে মেঘে যোগ যদি হয় কোন দিন,
তার সঙ্গে বায়ু যোগে বড়ই দুর্দ্দিন।
দারুণ শীতের বেগে সবে কম্পমান,
থরহরি কাঁপে লোক সজারু সমান।
পুণ্যমাস মাঘ মাসে নরনারী গণ,
নানারূপ পুণ্যধর্ম্ম করে আচরণ।
মকরে পশিয়া রবি উত্তর অয়নে,
ধীরে ধীরে অগ্রসর মন্থর গমনে।
শীতের প্রকোপ ক্রমে মন্দীভূত হয়,
বসন্ত পঞ্চমী ক্রমে ধরায় উদয়।

বরদা চতুর্থী তিথি বিনায়ক ব্রত,
গণেশের পূজা যবে পুরাণ সঙ্গত।
সৌভাগ্য কামনা তরে গৌরী পূজা করে,
পরে শ্রীপঞ্চমী তিথি খ্যাত চরাচরে।
নব বসন্তের এই প্রথম উৎসবে,
লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা হর্ষে করে সবে।
বাণীর পূজার তরে বিদ্যার্থিসকলে,
সরস্বতী পূজা করে আনন্দ হিল্লোলে।
কুন্দেন্দুধবলা দেবী শ্বেতপদ্মাসনা,
বীণাপাণি বিদ্যাদাত্রী যোগীন্দ্রবাসনা।
বাগ্‌বাদিনী ব্রহ্মময়ী বাক্যের জননী,
যাঁহার কৃপায় এই বাঙ্ময়ী ধরণী।
তাঁহার পূজার তরে প্রকৃতি সুন্দরী,
বসন্তের আগমনে হ'য়ে মোহকরী ;
কুন্দদন্তে প্রকাশিয়া শুচি শুভ্রহাসি,
বাসক কাঞ্চন আর দ্রোণ পুষ্পরাশি,
পূজাতরে ভক্তিভরে ল'য়ে পুষ্পাঞ্জলি,
বীণাধ্বনি ছলে যেন কোকিল কাকলী,
বদরী যবের শীষ আমের মুকুল
ল'য়ে কত উপচার পলাশ শিমূল,

আপনি বসন্ত যেন হ'য়ে মূর্ত্তিমান,
করেন বাণীর পূজা, বিবিধ বিধান।
ষষ্ঠীতে শীতলা ষষ্ঠী, পুত্রবতী গণ,
ষষ্ঠীপূজা ক র করে শীতল ভক্ষণ।
মাকরী সপ্তমী পরে তিথি পুণ্যতমা
সর্ব্বজনে জানে যার পুণ্যের মহিমা।
বিধান সপ্তমী ব্রত করে বহুজন,
আরোগ্য সপ্তমী ব্রত খ্যাত ত্রিভুবন।
সাতটী কুলের পাতা লইয়া মাথায়,
সাতটী আকন্দ পাতা মিশাইয়া তায়।
অরুণ উদায় সবে করে প্রাতঃস্নান,
দিবাকরে ভক্তিভরে করে অর্ঘ্য দান।
"পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্ত জন্মে সেই পাপ আমি,
করিয়াছি ; তাহা নাশ মাকরী সপ্তমী।"
পরে ভীষ্মাষ্টমী তিথি জানে সর্ব্বজন,
যাহাতে সকলে করে ভীষ্মের তর্পণ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শান্তনুনন্দন,
মহাবীর ভীষ্ম ধীর খ্যাত ত্রিভুবন।
পুত্রহীন তাঁর তরে সর্ব্ব সুধীজন,
করিতেছে পিতৃভাবে অনন্ত তর্পণ।

পরেতে শুক্লানবমী মহানন্দা নামে,
সর্ব্বলোক প্রপূজিতা খ্যাত ধরাধামে।
সদানন্দকরী তিথি বলে সর্ব্বজন,
স্নান দান জপহোম আর দেবার্চ্চন,
কিম্বা উপবাস ব্রত ইহাতে যে করে,
তাহার অক্ষয় ফল খ্যাত চরাচরে।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে তিথি একাদশী
ভৈমী একাদশী যাহে সবে উপবাসী।
সর্ব্বজনে করে এই উপবাস ব্রত,
বরাহ দ্বাদশী ব্রত পরদিনে খ্যাত।
যাহে করি' হিন্দুগণ ষটতিলাচার,
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে শাস্ত্রের প্রচার।
তিলে স্নান, তিলোদ্বর্ত্তী হোম করে তিলে
পিপাসার শান্তি করে তিলের সলিলে।
তিলদাতা তিলভোক্তা ষট্‌তিলাচারে,
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় বিখ্যাত সংসারে।
দেহান্ত হইলে পরে যায় স্বর্গলোকে,
তিরিশ হাজার বর্ষ সুখে তথা থাকে।
পুণ্যমাস মাঘমাসে তিথি পুণ্যতমা
সর্ব্বজনে জানে মাঘী পূর্ণিমা মহিমা,

পুণ্যলাভ তরে লোক করে গঙ্গাস্নান,
নানারূপে অন্নবস্ত্র করে সবে দান।
এ পুণ্য তিথিতে কলি যুগের উদয়,
যুগাদ্যা বলিয়া তাই লোকে খ্যাত হয়।
শীতের প্রকোপ ক্রমে ক্রমে হয় হ্রাস
ধরাতলে বসন্তের প্রথম প্রকাশ।

বসন্ত।

ফাল্গুন ঃ—ফাল্গুনে বসন্তাগমে এই বসুন্ধরা,
শোভা সুষমায় কত হয় মনোহরা।
বসন্তের আগমন পরিচয় দিতে,
মলয় সমীর ধীরে আসে অবনীতে।
পিকবর নিরন্তর মনোহর তানে,
সুধা ধারা ঢালে যেন নর নারী প্রাণে;
মুকুলিত তরুলতা বিকসিত ফুল,
বসন্তরাজার ধ্বজা আমের মুকুল।
গাবগাছে কিবা শোভা প্রকৃতির কেলি,
বায়ুভরে কম্পমান গোলাপীর চেলি।
শিমূল সিন্দুর রাগ প্রকৃতির ভালে,
উজ্জ্বল রক্তিমা কিবা শোভার হিল্লোলে।

অশোকের অলক্তক প্রকৃতি চরণে
পলাশ তাম্বুল রাগ প্রকৃতি বদনে।
সমুজ্জ্বল রাগে বিকসিত কর্ণিকার,
পলাশের মত কিন্তু গন্ধ নাহি তার।
উজ্জ্বল রূপের ছটা গন্ধবিনা তায়,
গুণহীনে সমাদর নাহিক ধরায়।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে গন্ধরাজ,
ভুঁইচাঁপা ভুঁইকুঁড়ি ধরে নব সাজ,
বকুল বেলার গন্ধে হয়ে মাতোয়ারা
মন্দ মন্দ গন্ধবহ ঢালে সুধাধারা।
সরোবরে বিকসিত কুসুমের রাণী,
কমল কাননে যেন দেবী বীণাপাণি
পদ্মগন্ধে আমোদিত চারুবসুন্ধরা,
বসন্তে প্রকৃতি রাণী অতি মনোহরা।
ফুলে ফলে মুকুলেতে নবীন পল্লবে,
বসন্তে প্রকৃতি অতি মনোহর শোভে।
ভ্রমর ভ্রমরী সুখে মধু পান করে,
কপোত কপোতী ডাকে প্রেমহর্ষভরে।
আনন্দে মরালযূথ জলেতে বিহরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে কোকিল কুহরে।

নর নারী সবে সুখী বসন্তাগমনে,
সুধা বহে অনিবার মলয় পবনে।
ফুল গন্ধে গন্ধবহ হ'য়ে আমোদিত,
মৃদু মন্দ বহে সবে করি' পুলকিত।
মনোহরা বসুন্ধরা বহে পরিমল,
মধুলোভে মধুকর আনন্দে বিহ্বল।
বসন্তে অনন্ত শোভা ধরায় আকাশে,
সমুজ্জ্বল নভস্তল, চন্দ্র তারা হাসে।
ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথি
যাহে শিবরাত্রিব্রত পূজার পদ্ধতি।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় এই ব্রতফলে,
আচণ্ডালে এই ব্রত করে ধরাতলে।

শিবরাত্রি ব্রতকথা।

সর্ব্বরত্ন বিভূষিত কৈলাস শিখরে,
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যাহে বাস করে,
চতুর্দ্দিকে নৃত্যকরে অপ্সরামণ্ডলী,
সর্ব্ব ঋতু পুষ্পে যার শোভে বনস্থলী,
সকল ঋতুর ফল যথা সুশোভিত,

পারিজাত পুষ্পগন্ধে সদা আমোদিত,
ব্যোমগঙ্গা তরঙ্গেতে যথা নিনাদিত,
মৃদু মন্দ স্নিগ্ধ সদা মলয় পবন
মকরন্দ চতুর্দ্দিকে করে বিতরণ ;
ব্রহ্মর্ষি কণ্ঠেতে যথা সদা বেদধ্বনি,
মনোহর যেই স্থান স্বর্গলোক জিনি'।
সুখের কৈলাসে হেন গিরিজার সহ,
শঙ্কর করেন বাস যথা অহরহ।
একদা ভবানী দেবী বসি' সেই স্থলে,
শঙ্করে জিজ্ঞাসা করি অতি কুতূহলে,
কহিলেন, ভগবন্ কোন্ ব্রত ফলে,
পরিতুষ্ট হও তুমি ধরণীমণ্ডলে ?
গিরিজার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন ভগবান্, দেবীকে তখন :—
ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে তিথি চতুর্দ্দশী,
শিবরাত্রি নামে খ্যাত রজনী তামসী,
সেই দিনে উপবাস করি আচরণ,
মোর প্রসন্নতা যেই করে সম্পাদন ;
ধূপে দীপে স্নানে বস্ত্রে কিম্বা ফুলদলে,
বিবিধ বিধানে আর অর্চ্চনার ফলে,

হইনা তেমন তুষ্ট, যথা এই মাসে,
শিবপূজা করি শিবরাত্রি উপবাসে।
ত্রয়োদশী দিনে করি স্নান সমাপন,
সমাহিত ব্রহ্মচর্য্য করি' আচরণ,
নিরামিষ হবিষ্যান্নে করি' একাহার,
একাগ্র হৃদয়ে মোরে স্মরি' অনিবার,
রজনীতে কুশাসনে করিবে শয়ন,
মুখে সদা শিবনাম করি' উচ্চারণ।
রাত্রিশেষে যথাবিধি করি গাত্রোত্থান,
সন্ধ্যা বন্দনাদি করি, যেরূপ বিধান;
প্রাতঃকালে বিল্বপত্র করিবে চয়ন,
পরে সন্ধ্যা নিত্যক্রিয়া করি সম্পাদন,
শিবলিঙ্গ সন্নিধানে করিবে গমন,
অথবা মৃণ্ময় লিঙ্গ করিবে রচন,
পরে সেই বিল্বপত্রে করিবে অর্চ্চনা,
নানা পুষ্পে নহে যার সম আরাধনা।
মণি মুক্তা প্রবালের ল'য়ে অলঙ্কার,
অথবা সুবর্ণ পুষ্প বিবিধ প্রকার,
যদি কেহ পূজা করে মোরে ভক্তিবলে,
হয় না তেমন প্রীতি, যথা বিল্বদলে।

প্রথমে দুগ্ধের স্নান, দ্বিতীয় দধিতে,
তৃতীয় ঘৃতের স্নান চতুর্থ মধুতে।
যথাবিধি মূলমন্ত্র করি উচ্চারণ,
পঞ্চরাত্র বিধানেতে করিবে পূজন।
নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি করি নিরন্তর,
ভক্তিভরে এইরূপে পূজিবেক নর।
পরদিনে আনি মম ভক্ত বিপ্রগণে,
ভোজন করা'য়ে সবে বিবিধ বিধানে।
ভক্তিভরে নিজে পরে করিবে পারণ,
সর্ব্বদা আমার নাম করি উচ্চারণ।
এই ব্রত মম দেবি অতি প্রীতিকর,
বলেছি, তোমার কাছে তাহা সবিস্তর।
বহু তপস্যার ফল কিম্বা যজ্ঞ দান,
ইহার ষোড়শভাগে নহেক সমান।
এই শিবরাত্রিব্রত মহাপুণ্যফলে,
গাণপত্যলাভ করে লোকে ধরাতলে।
পরে পুনঃ পুণ্যফলে জন্মিয়া ভূতলে,
সপ্তদ্বীপেশ্বর হয় ধরণীমণ্ডলে।
পবিত্র তিথির এই পুণ্য বিবরণ
কহিব মাহাত্ম্য পুনঃ করহ শ্রবণ।

বারাণসী নামে আছে নগরী অদ্ভুত,
সর্ব্বশোভা বিভূষিত সর্ব্বগুণযুত।
তথায় করিত বাস ব্যাধ ভয়ঙ্কর,
প্রাণিহিংসাকারী রত পাপে নিরন্তর।
খর্ব্বাকার কৃষ্ণকায় অতি ক্রূরতর
পিঙ্গল লোচন তার পিঙ্গল কেশর।
সর্ব্বক্ষণ পশু পক্ষী মারিবার তরে,
পাশ শল্য ধনুর্ব্বাণ বাগুরানিকরে,
থাকিত তাহার গৃহ পূর্ণ নিরন্তর;
বারাণসীপুরে সেই ব্যাধ ভয়ঙ্কর,
এক দিন বনমাঝে করিয়া গমন
বহুতর পশু পক্ষী করিল হনন।
পরে মাংসভার সেই করিয়া বহন,
নিজগৃহ অভিমুখে করিল গমন।
কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে বনের মাঝার
অশক্ত বহিতে হ'ল সেই মাংসভার।
তখন সে ব্যাধ অতি ক্লান্ত কলেবরে,
বসিল তরুর মূলে বিশ্রামের তরে।
হেন কালে দিবাকর গেল অস্তাচলে,
হইল ভীষণা রাত্রি সেই বনস্থলে।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বন,
কোন দিকে কিছু আর দেখেনা নয়ন;
অন্ধকারে হস্তদ্বয় করিয়া বিস্তার,
জানিয়া শ্রীফল বৃক্ষ নিকটে তাহার,
গুরুতর মাংস ভার লইয়া তখন,
লতাপাশে সেই বৃক্ষে করিল বন্ধন।
হিংস্র জন্তু ভয়ে ব্যাধ হয়ে অতি ভীত,
সেই বৃক্ষশাখে ব্যাধ উঠিল ত্বরিত
ক্ষুধাতুরে ছিল ব্যাধ অত্যন্ত কাতর;
কম্পান্বিত কলেবর শীতে ভয়ঙ্কর,
শিশির বারিতে ব্যাধ আপ্লুত হইয়া,
জাগিল সমস্ত রাত্রি শীতেতে কাঁপিয়া;
সেই বনমাঝে তথা দৈবযোগ বলে,
একটী শিবের লিঙ্গ ছিল তরুমূলে।
পুণ্যা শিবরাত্রি তিথি ছিল সেই দিন,
দিনরাত্রি ছিল ব্যাধ আহারবিহীন,
ব্যাধ অঙ্গে হিমপাত হইয়া তখন;
হইল আমার অঙ্গে তাহার বর্ষণ;
বৃক্ষচ্যুত পত্ররাজি ঝরিয়া সে ক্ষণে,
পড়িল আমার অঙ্গে হিমবারি সনে।

এরূপে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল আমার ;
পূজা স্নান নানাবিধ নৈবেদ্য সম্ভার,
কিছুই ছিল না তথা পূজা উপচার,
তথাপি হইল মম সন্তোষ সঞ্চার।
তিথির মাহাত্ম্যে সে শিবরাত্রি ফলে,
মহাপূজা হৈল মোর শুভ বিল্বদলে
পরদিন প্রা[illegible]লে ব্যাধে[illegible]ন,
সেথা হ'তে নিজ গৃহে করিল গমন।
অবশেষে সে ব্যাধের আয়ুষ্কাল শেষে,
যমদূত উপস্থিত হইল সে দেশে।
বিবিধ বাগুরা পাশে যমদূতগণ,
ব্যাধেরে বাঁধিতে সবে লাগিল তখন,
আমার আদেশে তবে শিবদূতগণ,
ব্যাধেরে বাঁধিতে তথা করিল বারণ।
এরূপে ব্যাধের তরে সে স্থলে তখন,
যমদূতে শিবদূতে হ'ল মহারণ।
শিবদূত দ্বারা তবে যমদূতগণ,
আহত হইয়া সবে করি পলায়ন,
যমকে সকল কথা করিল জ্ঞাপন।
তখন যমকে ল'য়ে যমদূতগণ,

উজ্জ্বল কৈলাস দ্বারে করিল গমন,
নন্দীকে সে স্থানে যম করি দরশন,
ব্যাধের কুকর্ম্ম যত যাবৎজীবন,
শিবের কিঙ্করে সব করিলে বর্ণন।
সর্ব্বজ্ঞ নন্দিকেশ্বর যমের বচন,
শুনিয়া কহিল, "শুন ধর্ম্মের নন্দন,
সত্য বটে এই ব্যাধ পাপাচারী অতি
আজীবন করিয়াছে দারুণ দুষ্কৃতি,
সন্দেহ ইহাতে আর নাহি ধর্ম্মরাজ,
কিন্তু ব্যাধ করিয়াছে মহাপুণ্য কাজ,
শিবরাত্রি মহিমায় শিব সন্নিধানে
আসিয়াছে সেই পুণ্যে কৈলাস ভবনে।
নন্দীর বাক্যেতে যম বিস্মিত তখন,
নন্দীকে বন্দনা করি, ভক্তিযুক্ত মন,
সঙ্গেতে লইয়া যত নিজ দূতগণে,
শিবভাবে চলিলেন আপন ভবনে।
ভবানীকে সম্বোধন করিয়া শঙ্কর,
কহিলেন শিবরাত্রি-মহিমা বিস্তর।
"ব্রতের প্রভাব তব ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
হে বরবর্ণিনী তুমি জানিও নিশ্চয়"

এইরূপ শিববাক্য করিয়া শ্রবণ
হিমগিরিসুতা হ'য়ে বিস্মিতা তখন
প্রশংসা করেন অতি আনন্দিত মনে
শিবরাত্রি ব্রতকথা যত বন্ধুগণে।
পতিব্রতা গিরিসুতা মুখে তাহা শুনি,
পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল কাহিনী।
ভূতেশ্বর মহাদের হ'তে শ্রেষ্ঠতর,
নাহি পূজ্যতম দেব ত্রৈলোক্য ভিতর।
অশ্বমেধ সম যজ্ঞ নাহি ভূমণ্ডলে,
গঙ্গা সম তীর্থ নাহি ত্রিভুবন তলে,
সেইরূপ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল মাঝার,
শিবরাত্রি সম পুণ্যব্রত নাহি আর।
ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে ব্রতের প্রকাশ,
ক্রমে ক্রমে ধরাধামে বসন্ত বিকাশ।

ব্রতকথা সম্পূর্ণ।

শুক্লপক্ষে নিত্য নব শশিকলা প্রায়,
বসন্ত সুষমা ক্রমে উদয় ধরায়।
পুণ্য স্মৃতি মধুময় দোল পূর্ণিমায়,
অনন্ত বসন্ত শোভা উছলিয়া যায়।

পুণ্যধাম বৃন্দাবনে আনন্দ কাননে
কালিন্দীর কলতানে বাঁশরী নিস্বনে,
কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার আনন্দের দোল,
কুঙ্কুম আবীর রঙ্গে তরঙ্গ কল্লোল।
নবরাগে অনুরাগে রাধিকা মুরারি।
গোপিকারা রঙ্গভরে দেয় পিচকারী।
ফাল্গুনের ফাগোৎসবে সহস্র ধারায়
বহে আনন্দের স্রোত সুখের ধরায়।
এই দোল পূর্ণিমায় নবদ্বীপ ধামে,
জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ নামে,
ভক্তির প্লাবনে যিনি বঙ্গের মাঝারে,
ভাসা'লেন বাঙ্গালীরে সহস্র প্রকারে।
ফাল্গুন সংক্রান্তি দিনে প্রত্যূষে সকলে,
পূজে ঘণ্টাকর্ণ ঘটে সূঁহি বৃক্ষ মূলে।
সর্ব্বব্যাধিবিনাশন ঘণ্টাকর্ণ বীর,
বিস্ফোটকভয়ে রক্ষা করহ শরীর।

চৈত্র ঃ—চৈত্রমাস মধুমাস অতি সুমধুর,
শীতের প্রকোপ ক্রমে হ'য়ে যায় দূর।
দক্ষিণ হইতে বায়ু বহে অবিরল,
কুসুম সুগন্ধে পূর্ণ হয় বনস্থল।

মধুলোভে অলিকুল করে কলধ্বনি
মধুতে মধুর এই সমগ্র ধরণী।
পরে শুভ শুক্লপক্ষে অশোক ষষ্ঠীতে
বাসন্তীদেবীর উদ্বোধন বিধিমতে।
সন্ধ্যাকালে আমন্ত্রণ অধিবাস হয়,
পরদিনে সপ্তমীতে পত্রিকা উদয়।
পত্রিকা প্রবেশ পরে পূজা আবাহন,
সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হয় সম্পাদন।
আশোক অষ্টমী তিথি অন্নপূর্ণার্চ্চনা
বিধিমতে করে সবে দেবী আরাধনা।
অদ্য ব্রহ্মপুত্র স্নানে ব্রহ্মপদ পায়,
শত শত লোকে তাই ব্রহ্মপুত্রে যায়।
স্নানের সময়ে সবে করে উচ্চারণ,
"ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনু-নন্দন,
অমোঘোর গর্ভে যার হ'ল উৎপাদন,
হে লৌহিত্য মম পাপ কর নিবারণ।"
শোক নিবারণ তরে নরনারীগণ,
অশোক কলিকা করে সকলে ভক্ষণ।
আটটী কলিকা ল'য়ে মিশাইয়া জলে
এই মন্ত্রে সবে পান করে কুতূহলে।

"শোক নাশ করি, কর অভীষ্টপূরণ,
মধুমাস-সমুদ্ভব শোক-বিনাশন,
শোকেতে সন্তপ্ত হ'য়ে করিনু ভক্ষণ,
অশোক করিয়া মোরে রাখ সর্ব্বক্ষণ।"
পরে মহানবমীতে বাসন্তীর পূজা,
ভক্তেরে অভীষ্ট দেন দেবী দশভুজা।
মহানবমীতে রাম নবমীর ব্রত,
যাহে হরি হইলেন সূর্য্যকুলে জাত।
পুনর্ব্বসু তারাযুক্তা নবমীর তিথি,
কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা পুণ্যতমা অতি;
এই মহাপুণ্যদিনে ভক্তিপূর্ণ মনে
রামের উদ্দেশে কিছু করে কোন জনে,
উপবাস জাগরণ পিতার তর্পণ,
তাহার অক্ষয় পুণ্য হয় সংঘটন।
মুক্তিকামী অন্তকালে ব্রহ্মপদ পায়,
রাম নবমীর ব্রত বিখ্যাত ধরায়।
রামনবমীর দিনে যদি কোন জন,
উপবাসব্রত নাহি করে আচরণ;
চিরতরে কুম্ভীপাক নরকেতে রয়,
ভুঞ্জিতে পাপের ফল নাহিক সংশয়।

কিন্তু অতন্দ্রিত যেই উপবাস করে,
পুণ্যফলে নাহি জন্মে জননী জঠরে।
সর্ব্বগুণ যুত হয়ে রামের মতন,
স্বর্গে থাকি সুখভোগ করে অনুক্ষণ।

রামস্তব।

নীল ইন্দীবর তুল্য সুন্দর বদন,
পীতাম্বরে অলঙ্কৃত অতি সুশোভন,
দুর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ কমললোচন
বন্দি রাম রঘুনাথে কৌশল্যানন্দন।
রাম রাম এই নাম জপি সর্ব্বক্ষণ,
রত্নাকর দস্যু হ'ল বিখ্যাত ভুবন,
মহর্ষি বাল্মীকি কবি, রামায়ণ গানে,
রাখিলা অমর কীর্ত্তি স্বর্গের সোপানে।
পদস্পর্শে হ'ল যাঁর পাষাণ মানবী,
অহল্যা গৌতমপত্নী, বর্ণিলেন কবি।
বাল্যকালে তাড়কায় করিয়া সংহার,
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রাম করেন উদ্ধার।
পরে হরধনুর্ভঙ্গে লভিয়া সীতায়,
পরশুরামেরে পথে করিলেন জয়।

পিতৃসত্য পালনের তরে রঘুবর,
রাজ্য ত্যজি বনবাসে যান অতঃপর।
সঙ্গে সীতা সতী আর অনুজ লক্ষ্মণ,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে চলিলেন বন।
সীতার হরণকারী লঙ্কার রাবণে
সবংশে বিনাশ করি নিদারুণ রণে,
করিলেন লঙ্কাপুরে সীতার উদ্ধার,
রামের কীর্ত্তিব কথা অতি চমৎকার।
উত্তীর্ণা হইয়া সীতা অগ্নি-পরীক্ষায়
আসিলেন রাম সহ হর্ষে অযোধ্যায়।
পুত্রনির্ব্বিশেষে রাজ্য করিয়া পালন,
করিলেন পরে রাম প্রকৃতি রঞ্জন।
সুবর্ণ মণ্ডপ মাঝে কল্প বৃক্ষতলে,
মণিময় পুষ্পকের আসন কমলে
বাম ভাগে বিরাজিত কাঞ্চনী প্রতিমা,
নানারত্ন বিভূষিতা সীতা মনোরমা!
অযোধ্যা নগরে রত্ন মণ্ডপের তলে,
রত্ন সিংহাসন পরে কল্পতরু মূলে,
নানারত্নে পরিবৃত পদ্ম অষ্ট দল,
তার মধ্যে রামচন্দ্র নীরদশ্যামল।

ইন্দ্রনীল মণি সম অঙ্গের বরণ,
শ্যামল কোমল তনু বিশাল লোচন।
শত সূর্য্য সমপ্রভা কিরীট মণ্ডিত,
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর কুণ্ডল শোভিত।
শ্রীবৎস কৌস্তুভে বক্ষ সুশোভিত অতি,
মুক্তাহার দিব্যরত্নে অনুপম জ্যোতি।
মৃদু হাস্যে সুশোভিত কমলবদন
দ্বিভুজ বালক রাম নেত্র বিমোহন,
তুলসী মন্দার কুন্দ পুষ্পেঅলঙ্কৃত,
কর্পূর কস্তুরী দিব্য গন্ধ বিলেপিত,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ দেব বিদ্যাধরে,
নারদাদি ঋষিগণে সদা স্তব করে ;
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি মুনীন্দ্র শোভিত
সনকাদি যোগিবৃন্দ সতত সেবিত,
ধনুর্ব্বেদবিশারদ রাম রঘুবর
রাজীবলোচন দেব মঙ্গল আকর।
বিষ্ণুর অমল জ্যোতিঃ রাম অবতার,
নারদাদি মুনিগণ সদা এ প্রকার,
হৃষ্টান্তরে ভক্তিভরে করেন স্তবন,
রামের মহিমা কভু না যায় কথন ॥

রামের মহিমা গীতি দিব্য রামায়ণ,
গঙ্গাসম মহাতীর্থ ত্রিলোক পাবন।
ভক্তিভরে নিত্যপাঠ করে যেইজন,
ত্রিজগৎ বশে তার থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বপাপ দূরে যায় কোটি তীর্থ ফল,
গৃহে থাকি সেইজন লভে অবিকল।
শ্রীরাম চরিত এই সর্ব্ব ধর্ম্মময়,
যেই জন পাঠ করে পবিত্র হৃদয়,
ব্রাহ্মণ হইলে সেই হয় বাগীশ্বর,
ক্ষত্রিয় হইলে হয় সাম্রাজ্য ঈশ্বর,
বৈশ্য হ'লে বহু শস্য ফল লাভ করে,
শূদ্র হ'লে পুণ্য ফল লভে এ সংসারে।
সর্ব্ব তীর্থ যাত্রা কিম্বা বেদ পাঠ ফলে
কিম্বা ব্রত দান যজ্ঞে মনুষ্য সকলে,
যেই ফল এ সংসারে লভে সর্ব্বক্ষণ,
তার কোটিগুণ ফল পাঠে রামায়ণ।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান অখাদ্য ভক্ষণ,
রামায়ণ পাঠে নষ্ট হয় সেইক্ষণ।
রামায়ণ দান ফলে স্বর্গ লাভ হয়,
শুনিলে রামের কথা পবিত্র হৃদয়,

স্মরিলে রামের নাম পাপ নাহি থাকে,
বিপদ্ বিনষ্ট হয় পড়েনা বিপাকে।
জানকী হৃদয়ানন্দ শ্রীরঘুনন্দন,
নমি রাম কৌশল্যার আনন্দবৰ্দ্ধন।
রঘুবংশ অবতংস রক্ষঃধ্বংসকারী,
নয়নের অভিরাম ধনুৰ্ব্বাণধারী।
নমোনমঃ সীতাপতি দয়ার সাগর,
নমোনমঃ রঘুনাথ সৰ্ব্বগুণাকর।
নমোনমঃ ভৃগুপতি গৰ্ব্বখৰ্ব্বকারী,
নমোনমঃ দীনবন্ধু দণ্ডকবিহারী।
দীনা এ দাসীর প্রতি হইয়া সদয়
সীতাপতি কৃপা কর দয়ার্দ্রহৃদয়।
নবদুৰ্ব্বাদলশ্যাম কমললোচন,
নাড়াজোল রাজবংশপ্রতি সৰ্ব্বক্ষণ,
তোমার অপার দয়া সৰ্ব্বলোকে জানে,
আজিও তাহার স্মৃতি সকলে বাখানে।
পূৰ্ব্বকালে এ বংশের কোন মহামতি,
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ পেয়ে অনুমতি,
সেই স্বপ্ন অনুসারে সীতা সহ রাম,
স্থাপিলেন মন্দিরেতে নয়নাভিরাম।

নিত্য সেবা পূজা ব্রত আছে প্রতিষ্ঠিত,
নাড়াজোল গড়ে, তাহা সর্ব্বত্র বিদিত ;
প্রতি বর্ষে রামনবমীর পুণ্য দিনে,
রথযাত্রা মহোৎসব বিবিধ বিধানে,
অদ্যাপি সম্পন্ন হয়, মহাসমারোহে,
মেলায় দূর হ'তে লোক স্রোত বহে ;
নানা দ্রব্য সামগ্রীর বেচা কেনা হয়,
নাড়াজোল গড়ে আনন্দের স্রোত বয়।
গীত বাদ্য যাত্রা হয়, পোড়ে কত বাজি,
মেলায় সকলে যায় নানাবেশে সাজি।
পুণ্য রামনবমীর পুণ্য অনুষ্ঠান,
নাড়াজোল গড়ে আজো আছে বিদ্যমান।
নীলোৎপলদলশ্যাম হে রঘুনন্দন,
দাসীর প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ,
চিরদিন নাড়াজোল রাজবংশ প্রতি,
করুণা কটাক্ষ কর ওহে সীতাপতি।
তোমার উৎসবে নিত্য এ রাজ ভবন,
সতত থাকুক পূর্ণ ওহে নিরঞ্জন।
বিঘ্ন বিপদের মাঝে তুমি সর্ব্বক্ষণ,
রক্ষাকর রঘুনাথ তব ভক্তগণ।

প্রসন্ন হইয়া মম পতিপুত্র প্রতি,
নিরন্তর এইবর দেহ রঘুপতি,
সদা যেন ভক্তিভরে তোমার শ্রীপদে
থাকেন শরণাগত সম্পদে বিপদে ;
ওহে প্রভু সনাতন রাজীবলোচন,
তুমিই তারক ব্রহ্ম সত্য সনাতন ,
যে নামে মানব পারে বাহিতে তরণী,
শ্রীচরণ দিও প্রভু রঘুকুলমণি
ভক্তিহীনা চিরদিন জ্ঞানহীনা দাসী,
মনের আঁধার রাম নাশ তুমি আসি,
বিপদ সাগরে প্রভু কর পরিত্রাণ,
বিঘ্নরক্ষঃ নাশ কর ধরি ধনুর্ব্বাণ।
হউক ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের নাশ,
পুরাও দাসীর মনে চির অভিলাষ ;
পতিপুত্র ধনে প্রভু রাখিও শ্রীপদে,
সতত শরণাগত সম্পদে বিপদে,
পাপ তাপ নাশ করি ভকতবৎসল ;
পুরাও করুণাময় প্রার্থনা সকল।
রামনবমীর নিশা হ'লে অবসান,
বিজয়া দশমী কৃত্য হয় অনুষ্ঠান।

বাসন্তীর পুনরায় আগমন তরে,
ভক্তগণে শূন্য মনে বিসর্জ্জন করে ;
দর্পণে চরণ বিম্ব করি নিরীক্ষণ,
ঘটের সলিল মাঝে ডুবায় দর্পণ।
এইরূপে বাসন্তী দেবীর পূজা হয় ;
শরৎকালের পূজা খ্যাত বিশ্বময়।
শরতে বসন্তে এই দুইটী অয়নে,
দুর্গোৎসব হয় বঙ্গে আনন্দকাননে।
দশভুজা দশহস্তে ধরি প্রহরণ,
নাশিয়া দানবে ভক্তে করেন রক্ষণ।
চৈত্র শেষে বসন্তের হয় তিরোধান,
রুদ্রতেজে গ্রীষ্ম ভবে হয় বলবান।
চৈত্র সংক্রান্তিতে পুরাতন বর্ষ শেষ,
বারমাসে ছয় ঋতু ধরে নানাবেশ।
বাজে চড়কের ঢাক গাজন উল্লাসে,
পুরাতন চলি যায়, নববর্ষ আসে।

